ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব: আল-ফিকহ বিভাগ

ফিকহ ৪র্থ পত্র: আল কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ (পত্র কোড-৬৩১১০৪)

রচনামূলক প্রশ্ন- القواعد الكلية

القاعدة الأولى : لا ثواب إلا بالنية

১৬. **اشرح مدلول قاعدة "لا ثواب إلا بالنية" بالتفصيل، وما هو دليلها الأصلي من النصوص الشرعية؟** ["লা সওয়াবা ইল্লা বিন-নিয়্যাতি" (নিয়ত ব্যতীত কোনো সওয়াব নেই) কায়দাটির তাৎপর্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর এবং শরীয়তের নস থেকে এর মূল দলিল কী?]

১৭. **ما معنى النية؟ وما الفرق بين النية والإرادة؟ وكيف تؤثر النية في صحة العبادة؟ بين بالوضاحة.** [নিয়তের অর্থ কী? নিয়ত এবং ইচ্ছার (ইরাদা) মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী? এবং নিয়ত কীভাবে ইবাদতের বিশুদ্ধতা ও তা চিহ্নিত করার উপর প্রভাব ফেলে?]

১৮. **أكتب مسألة التعارض بين نيتين أو أكثر في فعل واحد، وكيف يتم الترجيح بينهما عند الحنفية؟** [এক কাজে দুই বা ততোধিক নিয়তের মধ্যে সংঘাতের বিষয়টি আলোচনা কর এবং হানাফীদের মতে কীভাবে সেগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়?]

القاعدة الثانية : الأمور بمقاصدها

১৯. **اشرح قاعدة "الأمور بمقاصدها" وما هو الدليل الشرعي الذي بنيت عليه هذه القاعدة؟**["আল-উমূরু বিমাকাসিদিহা" (বিষয়াদি তার উদ্দেশ্যের দ্বারা বিচার্য) কায়দাটি ব্যাখ্যা কর এবং কোন শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে এই কায়দাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?]

২০. **بين كيف تختلف هذه القاعدة "الأمور بمقاصدها" عن قاعدة النية من حيث مجال التطبيق والشمول، مع ذكر مثال.** [প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং ব্যাপকতার দিক থেকে এই কায়দাটি কীভাবে নিয়তের কায়দা থেকে ভিন্ন, "আল উমূরু বিমাকাসিদিহা" একটি উদাহরণসহ স্পষ্ট কর।]

২১. **وضح أهمية هذه القاعدة "الأمور بمقاصدها" في تفسير الألفاظ والعقود وتحديد آثارها القانونية والشرعية في الفقه الحنفي.** [হানাফী ফিকহে শব্দ ও চুক্তি ব্যাখ্যা করা এবং এর আইনগত ও শরয়ী প্রভাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে "আল উমুরু বিমাকাসিদিহা" কায়দার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।]

২২. **ما هي استثناءات قاعدة "الأمور بمقاصدها"؟ ومتى لا يعتد بالنية أو القصد في الأحكام؟**["আল উমুরু বিমাকাসিদিহা" কায়দার ব্যতিক্রমগুলো কী কী? এবং কখন বিধানের ক্ষেত্রে নিয়ত বা উদ্দেশ্য গ্রহণযোগ্য হয় না?]

القاعدة الثالثة : اليقين لا يزول بالشك

২৩. **اشرح قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" وما هي الأدلة الشرعية والعقلية التي تؤيدها؟** ["আল ইয়াকিনু লা যাউলু বিশ-শক্ক" (দৃঢ় বিশ্বাস সন্দেহের দ্বারা দূর হয় না) কায়দাটি ব্যাখ্যা কর এবং কোন শরয়ী ও যুক্তিনির্ভর দলিল এটিকে সমর্থন করে?]

২৪. **بين أنواع الشك المختلف فيها عند الفقهاء، وما هو الشك المعتد به الذي لا يزيل اليقين؟** [ফকীহদের নিকট সন্দেহের প্রকারভেদগুলো সুস্পষ্ট কর এবং গ্রহণযোগ্য সন্দেহ কোনটি যা দৃঢ় বিশ্বাসকে দূর করে না?]

২৫. **اذكر القواعد الفرعية التي تتفرع عن هذه القاعدة الكلية، مثل "الأصل بقاء ما كان على ما كان".** [এ কুল্লী কায়দা থেকে উদ্ভূত শাখা কায়দাগুলো (আল-কাওয়াইদ আল-ফার'ইয়্যাহ) উল্লেখ কর, যেমন "আল আসলু বাকাউ মা কানা আলা মা কানা" (যা ছিল তা সেভাবেই থাকার কথা)।]

২৬. **ناقش مسألة الاستثناءات من قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، ومتى يقدم الشك على اليقين في المذهب الحنفي؟** ["আল ইয়াকিনু লা যাউলু বিশ-শক্ক" কায়দা থেকে ব্যতিক্রমের বিষয়টি আলোচনা কর, এবং হানাফী মাযহাবে কখন সন্দেহের উপর দৃঢ় বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয়া হয়?]

القاعدة الرابعة : المشقة تجلب التيسير

২৭. **وضح مدلول قاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وما هو مستندها الأصلي في القرآن والسنة؟** ["আল মাশাক্কাতু তাজিলবুত তায়সীর" (কষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য আনে) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং কুরআন ও সুন্নাহতে এর মূল ভিত্তি কী?]

২৮. **ما هي أنواع المشقة التي تعتبر سببا للتخفيف في الشريعة وما هي المشقة التي لا يعتد بها؟** [শরীয়তে যে সকল কষ্টের প্রকারভেদ (মাশাক্কাহ) স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়, তা কী কী এবং কোন কষ্ট গ্রহণযোগ্য হয় না?]

২৯. **بين الرخص الشرعية السبعة التي تندرج تحت هذه القاعدة "المشقة تجلب التيسير" مع ذكر مثال لكل نوع من أنواع التخفيف.** ["আল মাশাক্কাতু তাজিলবুত তায়সীর" এ কায়দার অধীনে আসা সাত প্রকার শরয়ী রুখসা (সুবিধা) সুস্পষ্ট কর এবং প্রতিটি প্রকারের স্বাচ্ছন্দ্যের একটি করে উদাহরণ উল্লেখ কর।]

৩০. **ناقش كيف يتم التقدير الصحيح للمشقة في القضايا المعاصرة وهل يترك ذلك لاجتهاد القاضي؟** [সমসাময়িক বিষয়গুলোতে মাশাক্কাহ বা কষ্টের সঠিক মূল্যায়ন (তাকদীর) কীভাবে করা হয় এবং এটি কি বিচারকের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়? আলোচনা কর।]

القاعدة الخامسة : الضرر يزال

৩১. **اكتب قاعدة "الضرر يزال" وما هو الحديث الذي يعتبر أصلا لهذه القاعدة؟** ["আদ-দারারু ইউযাল" (ক্ষতি দূর করতে হবে) কায়দাটি ব্যাখ্যা কর এবং কোন হাদীসকে এই কায়দার মূলভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়?]

৩২. **بين القواعد الفرعية الأربعة التي تتفرع عن هذه القاعدة "الضرر يزال" مثل: "الضرر لا يزال بالضرر** ["আদ-দারারু ইউযাল" কায়দা থেকে উদ্ভূত চারটি শাখা কায়দা স্পষ্ট কর, যেমন : "আদ-দারারু লা ইউযালু বিদ-দারার" (ক্ষতি দ্বারা ক্ষতি দূর করা যায় না)।]

৩৩. **كيف تطبق هذه القاعدة "الضرر يزال" في باب الضمانات والمسؤولية التقصيرية في الفقه الحنفي؟ اذكر مثالا.** [হানাফী ফিকহে ক্ষতিপূরণ (জামানাত) এবং ত্রুটিপূর্ণ দায়িত্বের (মাসউলিয়াহ তাকসিরিয়াহ) ক্ষেত্রে এ কায়দাটি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়? একটি উদাহরণ দাও।]

৩৪. **وضح العلاقة بين قاعدة "الضرر يزال" وقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".** ["আদ-দারারু ইউযাল" কায়দা এবং "আদ-দারুরাতু তুবিহুল মাহজুরাত" (অপরিহার্যতা নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ করে) কায়দার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।]

القاعدة السادسة : العادة محكمة

৩৫. **اشرح مدلول قاعدة "العادة محكمة"، وما هو دور العرف في استنباط الأحكام عند الحنفية؟** ["আল আদাতু মুহাক্কামাহ" (প্রথা ফয়সালাকারী) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং হানাফীদের মতে বিধান উদ্ভাবনে প্রথার (উরফ) ভূমিকা কী?]

৩৬. **ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العادة لكي تكون محكمة في الفقه؟ اذكر ثلاثة شروط.** [ফিকহে ফয়সালাকারী হওয়ার জন্য প্রথার মধ্যে যে সকল শর্ত থাকা আবশ্যক, তা কী কী? তিনটি শর্ত উল্লেখ কর।]

৩৭. **كيف تطبق هذه القاعدة في باب المعاملات والعقود المالية؟ اذكر مثالا على تأثير العرف في تحديد الأجرة.** [লেনদেন (মুয়ামালাত) এবং আর্থিক চুক্তির ক্ষেত্রে এ কায়দাটি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়? ভাড়া নির্ধারণে প্রথার প্রভাবের একটি উদাহরণ দাও।]

৩৮. **ناقش مسألة التعارض بين العرف والنص الشرعي، ومتى يترك العرف ولا يعمل به؟** [প্রথা এবং শরীয়তের নসের মধ্যে সংঘাতের বিষয়টি আলোচনা কর এবং কখন প্রথা বর্জন করা হয় এবং তা অনুযায়ী কাজ করা হয় না?]

القاعدة الأولى : لا ثواب إلا بالنية

প্রশ্ন-১৬: "লা সওয়াবা ইল্লা বিন-নিয়্যাতি" (নিয়ত ব্যতীত কোনো সওয়াব নেই) কায়দাটির তাৎপর্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর এবং শরীয়তের নস থেকে এর মূল দলিল কী?

اشرح مدلول قاعدة "لا ثواب إلا بالنية" بالتفصيل، وما هو دليلها الأصلي (من النصوص الشرعية؟

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরীয়তে আমলের গ্রহণযোগ্যতা এবং পরকালীন প্রতিদানের ভিত্তি হলো 'নিয়ত'। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাঁর কিতাবের প্রথম কায়দা হিসেবে "লা সওয়াবা ইল্লা বিন-নিয়্যাতি" (لا ثواب إلا بالنية) উল্লেখ করেছেন। এটি মূলত বিখ্যাত হাদিস 'ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়্যাত'-এর সারসংক্ষেপ।

কায়দাটির তাৎপর্য (مدلول القاعدة):

এই কায়দাটির মূল বক্তব্য হলো, কোনো ভালো কাজ বা আমল বাহ্যিকভাবে যত সুন্দরই হোক না কেন, যদি তার পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য (নিয়ত) না থাকে, তবে পরকালে তার কোনো প্রতিদান বা সওয়াব পাওয়া যাবে না।

- **ইবাদতের ক্ষেত্রে:** সালাত, সাওম বা জাকাতের মতো ইবাদতগুলো সহীহ হওয়ার জন্য নিয়ত ফরজ। নিয়ত না থাকলে ইবাদত আদায় হবে না, সওয়াবও হবে না।
- **মুজাহ বা অভ্যাসের ক্ষেত্রে:** পানাহার, নিদ্রা বা হালাল উপার্জনের মতো কাজগুলো এমনিতে ইবাদত নয়। কিন্তু যদি কেউ ইবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়তে এগুলো করে, তবে তা ইবাদতে পরিণত হয় এবং সওয়াব পাওয়া যায়।

শরীয়তের দলিল (الأدلة الشرعية):

এই কায়দাটি কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলে প্রতিষ্ঠিত:

১. আল-কুরআন:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"তাদেরকে এছাড়া অন্য কোনো আদেশ করা হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে।" (সূরা বাইয়্যিনাহ: ৫)

এখানে 'খাঁটি মনে' (মুকহলিসিনা) দ্বারা নিয়তের বিশুদ্ধতার কথা বলা হয়েছে।

২. আল-হাদিস:

এই কায়দার মূল ভিত্তি হলো সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বিখ্যাত হাদিস:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।"

এই হাদিসটি ইসলামি শরীয়তের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ জ্ঞান বহন করে বলে মুহাদ্দিসগণ মত দিয়েছেন।

উদাহরণ (أمثلة):

- যদি কেউ ওজু করে কেবল শরীর ঠান্ডা করার জন্য, তবে তার পবিত্রতা অর্জিত হবে (হানাফী মাযহাবে), কিন্তু সে পরকালীন কোনো **সওয়াব** পাবে না। কারণ তার নিয়ত ছিল জাগতিক আরাম, ইবাদত নয়।
- কেউ যদি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরায় লোক দেখানোর জন্য, তবে সে সওয়াব পাবে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করলে তা সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, 'নিয়ত ছাড়া সওয়াব নেই'—এই কায়দাটি মুমিনের জীবনকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তোলে। এটি শেখায় যে, আল্লাহর দরবারে আমলের সংখ্যার চেয়ে আমলের পেছনের ইখলাস বা আন্তরিকতাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-১৭: নিয়তের অর্থ কী? নিয়ত এবং ইচ্ছার (ইরাদা) মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী? এবং নিয়ত কীভাবে ইবাদতের বিশুদ্ধতা ও তা চিহ্নিত করার উপর প্রভাব ফেলে? (ما معنى النية؟ وما الفرق بين النية والإرادة؟ وكيف تؤثر النية في صحة العبادة؟ بين بالوضاحة)

ভূমিকা (مقدمة):

ইবাদতের প্রাণ হলো নিয়ত। ফিকহ শাস্ত্রে নিয়তের সঠিক অর্থ এবং এর প্রভাব জানা অত্যন্ত জরুরি। অনেক সময় মানুষ 'ইরাদা' (ইচ্ছা) এবং 'নিয়ত'কে এক মনে করে ভুল করে, অথচ দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

নিয়তের সংজ্ঞা (تعريف النية):

- **আভিধানিক অর্থ (لغة):** নিয়ত শব্দের অর্থ হলো- সংকল্প করা (القصد), ইচ্ছা করা (العزم) বা মনের ঝোঁক।
- **পারিভাষিক অর্থ (اصطلاحا):** শায়খ ইবনে নুজাইমের মতে—

"আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করার দৃঢ় সংকল্পকে নিয়ত বলে।"

নিয়ত ও ইচ্ছার পার্থক্য (الفرق بين النية والإرادة):

যদিও বাহ্যিকভাবে দুটি এক মনে হয়, কিন্তু ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য রয়েছে:

বিষয়	নিয়ত (النية)	ইচ্ছা (الإرادة)
১. উদ্দেশ্য	নিয়ত সাধারণত আল্লাহর সন্তুষ্টি বা ইবাদতের জন্য খাস।	ইচ্ছা ভালো-মন্দ বা জাগতিক যেকোনো কাজের জন্য হতে পারে।
২. ব্যাপকতা	নিয়ত নির্দিষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের সাথে যুক্ত।	ইচ্ছা একটি সাধারণ মনের টান বা প্রবৃত্তি।
৩. উদাহরণ	নামাজ পড়ার সংকল্প করা হলো 'নিয়ত'।	পানি পান করার চাহিদা অনুভব করা হলো 'ইরাদা'।

ইবাদতের ওপর নিয়তের প্রভাব (تأثير النية في العبادة):

নিয়ত ইবাদতের ওপর দুটি প্রধান কাজ করে, যাকে 'তামিয়িজ' (تمييز) বা পৃথকীকরণ বলা হয়:

১. অভ্যাস থেকে ইবাদতকে পৃথক করা (تمييز العبادة عن العادة):

কিছু কাজ মানুষ অভ্যাসবশত করে, আবার ইবাদত হিসেবেও করে। নিয়ত এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

- *উদাহরণ:* একজন ব্যক্তি নদীতে ডুব দিল শরীর ঠান্ডা করার জন্য (অভ্যাস), আরেকজন ডুব দিল গোসল ফরজ হওয়ার কারণে (ইবাদত)। বাইরের কাজ একই হলেও নিয়তের কারণে দ্বিতীয়জন সওয়াব পাবে এবং পবিত্র হবে।

২. এক ইবাদত থেকে অন্য ইবাদতকে পৃথক করা (تمييز العبادات بعضها عن بعض):

একই ধরণের কাজের মধ্যেও নিয়ত পার্থক্য গড়ে দেয়।

- *উদাহরণ:* জোহরের ৪ রাকাত নামাজ এবং নফলের ৪ রাকাত নামাজ বাহ্যিকভাবে একই। কিন্তু নিয়তের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় কোনটি ফরজ আর কোনটি নফল।

উপসংহার (خاتمة):

নিয়ত হলো অন্তরের কাজ, যা আমলকে জীবন্ত করে। এটি সাধারণ কাজকে ইবাদতে রূপান্তর করে এবং ইবাদতের মর্যাদা নির্ধারণ করে। তাই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত অপরিহার্য।

প্রশ্ন-১৮: এক কাজে দুই বা ততোধিক নিয়তের মধ্যে সংঘাতের বিষয়টি আলোচনা কর এবং হানাফীদের মতে কীভাবে সেগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়?
أكتب مسألة التعارض بين نيتين أو أكثر في فعل واحد، وكيف يتم الترجيح بينهما عند الحنفية؟)

ভূমিকা (مقدمة):
ফিকহী পরিভাষায় একে বলা হয় 'তাশরিক ফিন-নিয়্যাহ' (تشريك في النية) বা নিয়তের অংশীদারিত্ব। অর্থাৎ, একই সময়ে একই কাজের মাধ্যমে একাধিক উদ্দেশ্য

হাসিল করার ইচ্ছা করা। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) 'আল-আশবাহ' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সংঘাতের ধরণ ও হুকুম (صور التعارض والحكم):

এক কাজে একাধিক নিয়ত করলে হানাফী মাযহাবে পরিস্থিতিভেদে হুকুম ভিন্ন হয়। প্রধানত তিন ধরণের অবস্থা হতে পারে:

১. ইবাদত ও ইবাদতের সংমিশ্রণ (عبادة مع عبادة):

যদি দুটি ইবাদতের নিয়ত একসাথে করা হয়।

- ক. একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব (তাদাখুল):

যেমন— মসজিদে ঢুকে কেউ ফরজ নামাজের নিয়ত করল এবং সাথে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'-এর নিয়তও করল।

  - *হুকুম:* হানাফী মতে, উভয়টি আদায় হয়ে যাবে এবং সওয়াব পাওয়া যাবে। কারণ তাহিয়্যাতুল মসজিদের উদ্দেশ্য হলো মসজিদে নামাজ পড়া, যা ফরজের দ্বারাও অর্জিত হয়।

- খ. স্বতন্ত্র দুটি ফরজ বা ওয়াজিব:

যেমন— কেউ জোহরের নামাজ এবং আসরের নামাজ এক সাথে পড়ার নিয়ত করল। অথবা, কেউ জাকাত এবং কাফফারা আদায়ের নিয়তে টাকা দান করল।

  - *হুকুম:* হানাফী মতে, এমতাবস্থায় কোনোটিই আদায় হবে না। কারণ দুটি স্বতন্ত্র ফরজ একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। নির্দিষ্ট নিয়ত (তাইয়িন) এখানে শর্ত।

২. ইবাদত ও মুবাহ (বৈধ) কাজের সংমিশ্রণ (عبادة مع مباح):

যদি কেউ ইবাদতের সাথে জাগতিক কোনো বৈধ উদ্দেশ্য রাখে।

- *উদাহরণ:* কেউ রোজা রাখল সওয়াবের আশায় এবং পেটের পীড়া কমানোর (ডায়েট) নিয়তে। অথবা, কেউ হজ করতে গেল এবং সাথে ব্যবসার নিয়তও করল।

- *হুকুম:* হানাফী মাযহাব মতে, ইবাদতটি সহীহ বা শুদ্ধ হবে, কিন্তু ইখলাসের অভাবে সওয়াব কমে যাবে। তবে ইবাদত বাতিল হবে না।

৩. ইবাদত ও রিয়া (লোক দেখানো) কাজের সংমিশ্রণ:

যদি কেউ নামাজের নিয়ত করে এবং সাথে মানুষকে দেখানোর (রিয়া) উদ্দেশ্য থাকে।

- *হুকুম:* এটি হারাম এবং এর কোনো সওয়াব নেই। বরং এটি গুনাহের কাজ। তবে ফিকহি দৃষ্টিতে (কাযাউর রব্ব) তার ফরজ আদায় হয়ে যাবে, পুনরায় পড়তে হবে না, কিন্তু পরকালে শাস্তি পেতে হবে।

হানাফীদের অগ্রাধিকার বা তারজিহ পদ্ধতি (كيفية الترجيح):

হানাফী আলেমগণ নিচের মূলনীতির আলোকে ফয়সালা দেন:

- **উদ্দেশ্যের প্রাধান্য:** যদি ইবাদতের উদ্দেশ্য প্রবল থাকে এবং জাগতিক উদ্দেশ্য গৌণ হয়, তবে সওয়াব পাওয়া যাবে।

- **আমলের গঠন (Mabna):** যদি আমলটির গঠন এমন হয় যা অন্য আমলকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে (যেমন- নফল নামাজ ফরজের অধীন হতে পারে), তবে দ্বৈত নিয়ত কার্যকর হবে। আর যদি গঠন ভিন্ন হয় (যেমন- হজ ও ওমরাহ, যদিও এখানে কিরান হজ বৈধ), তবে সাধারণ নিয়মে দুটি ফরজ এক সাথে আদায় হয় না।

উপসংহার (خاتمة):

একই সাথে একাধিক নিয়ত করার বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো—যেখানে শরীয়ত সুযোগ দিয়েছে (যেমন নফল ও ফরজের একত্রীকরণ), সেখানে একাধিক নিয়ত বৈধ। কিন্তু যেখানে নির্দিষ্টকরণ (Tamyiz) আবশ্যক, সেখানে একাধিক নিয়ত করলে আমলটি বাতিল বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। মুমিনের উচিত সর্বদা ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি রাখা।

القاعدة الثانية : الأمور بمقاصدها

প্রশ্ন-১৯: "আল-উমুরু বিমাকাসিদিহা" (বিষয়াদি তার উদ্দেশ্যের দ্বারা বিচার্য) কায়দাটি ব্যাখ্যা কর এবং কোন শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে এই কায়দাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

اشرح قاعدة "الأمور بمقاصدها" وما هو الدليل الشرعي الذي بنيت عليه (هذه القاعدة؟)

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরীয়তের ৯৯টি ফিকহি কায়দার মধ্যে এটি হলো দ্বিতীয় কুল্লী কায়দা। মানুষের জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম, লেনদেন এবং কথা-বার্তার হুকুম বা বিধান কী হবে, তা এই কায়দার ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয়। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এবং ইমাম সুয়ূতী (রহ.) উভয়েই এই কায়দাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

কায়দাটির ব্যাখ্যা (شرح القاعدة):

কায়দাটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত:

১. আল-উমুর (الأمور): এটি 'আমর' (أمر) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো—বিষয়াদি, কাজকর্ম বা মানুষের যেকোনো ক্রিয়া-কলাপ (তা কথা হোক বা কাজ)।

২. আল-মাকাসিদ (المقاصد): এটি 'মাকসাদ' (مقصود) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো—উদ্দেশ্য, সংকল্প বা নিয়ত।

তাৎপর্য: কোনো কাজের হুকুম বা বিধান সেই কাজের বাহ্যিক রূপ দেখে দেওয়া হয় না, বরং সেই কাজের পেছনে কর্তার কী উদ্দেশ্য বা নিয়ত ছিল, তার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য পরিবর্তনের সাথে সাথে কাজের হুকুমও পরিবর্তন হয়ে যায়।

শরয়ী দলিল (الدليل الشرعي):

এই কায়দাটি মূলত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি বিখ্যাত হাদিস থেকে চয়ন করা হয়েছে।

- **আল-হাদিস:** إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"নিশ্চয়ই সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ফিকহবিদগণ এই হাদিসটিকেই ফিকহি পরিভাষায় রূপান্তর করে **'আল-উমুরু বিমাকাসিদিহা'** নামকরণ করেছেন।

উদাহরণ (أمثلة):

- **কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু:** রাস্তা থেকে কেউ যদি কোনো হারানো বস্তু (লুকতা) কুড়িয়ে নেয়।
  - যদি তার উদ্দেশ্য হয় মালিককে ফেরত দেওয়া, তবে এটি তার কাছে **'আমানত'** হিসেবে গণ্য হবে এবং সে সওয়াব পাবে।
  - আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় নিজে আত্মসাৎ করা, তবে এটি **'গসব'** (ছিনতাই) হিসেবে গণ্য হবে এবং সে গুনাহগার হবে।
  - এখানে কাজ একই (বস্তু উঠানো), কিন্তু উদ্দেশ্যের কারণে হুকুম ভিন্ন হয়ে গেছে।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, এই কায়দাটি প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইনে কেবল বাহ্যিক কাঠামোর বিচার হয় না, বরং অন্তরের উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধের ফয়সালা হয়।

প্রশ্ন-২০: প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং ব্যাপকতার দিক থেকে এই কায়দাটি কীভাবে নিয়তের কায়দা থেকে ভিন্ন, "আল উমুরু বিমাকাসিদিহা" একটি উদাহরণসহ স্পষ্ট কর।

بين كيف تختلف هذه القاعدة "الأمور بمقاصدها" عن قاعدة النية من حيث مجال التطبيق والشمول، مع ذكر مثال.)

ভূমিকা (مقدمة):

প্রথম কায়দা 'লা সওয়াবা ইল্লা বিন-নিয়্যাতি' এবং দ্বিতীয় কায়দা 'আল-উমুরু বিমাকাসিদিহা' অর্থগত দিক থেকে খুব কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। ফিকহি প্রয়োগ ও ব্যাপকতার ক্ষেত্রে একটি অপরটির চেয়ে ভিন্ন।

পার্থক্যসমূহ (الفروق):

নিচে ছক আকারে পার্থক্য দেখানো হলো:

পার্থক্যের বিষয়	লা সওয়াবা ইল্লা বিন-নিয়্যাতি (নিয়তের কায়দা)	আল-উমুরু বিমাকাসিদিহা (উদ্দেশ্যের কায়দা)
১. মূল লক্ষ্য	এর মূল লক্ষ্য হলো **ইবাদত**। ইবাদত কবুল হওয়া বা না হওয়া এবং সওয়াব পাওয়ার বিষয়টি এখানে মুখ্য।	এর লক্ষ্য হলো **ব্যাপক (আম)**। ইবাদত, মুয়ামালাত (লেনদেন), জিনায়াত (অপরাধ) সবকিছুর হুকুম নির্ধারণ করা।
২. ব্যাপকতা (শুমুল)	এটি মূলত পরকালীন প্রতিদান বা আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত।	এটি দুনিয়াবী আইনগত ফয়সালা এবং পরকালীন বিধান উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।
৩. প্রয়োগক্ষেত্র	নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাদি শুদ্ধ হওয়ার জন্য এটি প্রযোজ্য।	চুক্তি, কসম, তালাক, হত্যা বা দুর্ঘটনা ইত্যাদি আইনি ব্যাখ্যার জন্য এটি প্রযোজ্য।

উদাহরণসহ বিশ্লেষণ (التوضيح بالمثال):

- নিয়তের কায়দার উদাহরণ:

কেউ গোসল করল। যদি সে পবিত্রতার নিয়ত করে, তবে নামাজ হবে (সওয়াব পাবে)। আর যদি কেবল শরীর ঠান্ডা করার নিয়ত করে, তবে নামাজ হবে না (বা সওয়াব পাবে না)। এখানে বিষয়টি কেবল 'ইবাদত' বা সওয়াবের সাথে যুক্ত।

- আল-উমুরু বিমাকাসিদিহা-এর উদাহরণ:

একজন ব্যক্তি শিকার করার জন্য গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু তা গিয়ে লাগল একজন মানুষের গায়ে এবং সে মারা গেল।

- এখানে বিচারক দেখবেন তার **'মাকসাদ'** বা উদ্দেশ্য কী ছিল।
- যেহেতু তার উদ্দেশ্য হত্যা ছিল না, তাই একে **'খাতা'** (ভুলবশত হত্যা) বলা হবে এবং দিয়াত (রক্তপণ) দিতে হবে, কিন্তু কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) হবে না।
- এখানে বিষয়টি কেবল সওয়াবের নয়, বরং **'আইনি বিচার ও দণ্ড'** নির্ধারণের।

উপসংহার (خاتمة):

সারকথা হলো, 'নিয়তের কায়দা'টি মূলত ইবাদতের বিশুদ্ধতার শর্ত। আর 'আল-উমুরু বিমাকাসিদিহা' হলো ফিকহি বিধান বা হুকুম নির্ধারণের একটি ব্যাপক মানদণ্ড।

প্রশ্ন-২১: হানাফী ফিকহে শব্দ ও চুক্তি ব্যাখ্যা করা এবং এর আইনগত ও শরয়ী প্রভাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে "আল উমুরু বিমাকাসিদিহা" কায়দার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। (وضح أهمية هذه القاعدة "الأمور بمقاصدها" في تفسير الألفاظ والعقود وتحديد آثارها القانونية والشرعية في الفقه الحنفي.)

ভূমিকা (مقدمة):

হানাফী ফিকহে 'আল-উমুরু বিমাকাসিদিহা' কায়দাটি চুক্তি (Contract) এবং দ্ব্যর্থবোধক শব্দ (Ambiguous Words) ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিচারকের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। মানুষের মুখের কথা বা লিখিত চুক্তির প্রকৃত অর্থ উদ্ধারে এই কায়দাটি অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে।

শব্দ ও চুক্তি ব্যাখ্যায় গুরুত্ব (الأهمية في تفسير الألفاظ والعقود):

১. চুক্তি নির্ধারণে (في العقود):

হানাফী মাযহাবের একটি সাব-রুল বা শাখা কায়দা হলো—

"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"

"চুক্তির ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো উদ্দেশ্য ও অর্থ, শব্দ বা গঠন নয়।"

- **উদাহরণ:** কেউ কাউকে বলল, "আমি তোমাকে এই বইটি ১০০ টাকায় **দান (হেবা)** করলাম।"
- *ব্যাখ্যা:* শব্দ ব্যবহার হয়েছে 'দান' বা হেবা, কিন্তু টাকার উল্লেখ থাকায় এর উদ্দেশ্য হলো 'বিক্রি' বা বাই।
- *হুকুম:* এই কায়দা অনুযায়ী এটি **'বিক্রয়'** হিসেবে গণ্য হবে এবং বিক্রয়ের যাবতীয় শর্ত (যেমন- খেয়ারে শর্ত) এতে প্রযোজ্য হবে।

২. দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বা কিনায়া (في الكنايات):

তালাক বা কসমের ক্ষেত্রে এমন কিছু শব্দ আছে যার একাধিক অর্থ হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বক্তার নিয়ত বা উদ্দেশ্য ছাড়া হুকুম দেওয়া যায় না।

- **উদাহরণ:** স্বামী স্ত্রীকে বলল, **"তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও।"**
- *প্রভাব:* যদি স্বামীর উদ্দেশ্য তালাক হয়, তবে 'তালাক বাইন' হবে। আর যদি উদ্দেশ্য হয় কেবল বেড়াতে যাওয়া, তবে তালাক হবে না। এখানে হুকুম সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল।

৩. শপথ বা কসমের ক্ষেত্রে (في الأيمان):

কসমের শব্দের আভিধানিক অর্থ এক, কিন্তু প্রথাগত উদ্দেশ্য বা বক্তার নিয়ত ভিন্ন হতে পারে।

- **উদাহরণ:** কেউ কসম করল, "আমি এই ব্যক্তির ছাদের নিচে যাব না।" এরপর সে তার ঘরে গেল (ছাদের নিচে)।
- *প্রভাব:* যদি তার উদ্দেশ্য হয় ওই ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা বা তার ঘরে না যাওয়া, তবে ঘরে প্রবেশ করলে কসম ভাঙবে। এখানে আক্ষরিক 'ছাদ' উদ্দেশ্য নয়, বরং 'ঘর' উদ্দেশ্য।

আইনগত প্রভাব (الآثار القانونية):

এই কায়দার ফলে বিচারক কেবল বাহ্যিক কথার ওপর ভিত্তি করে রায় দেন না, বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থা (Circumstantial Evidence) এবং নিয়ত যাচাই করে রায় দেন। এটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

উপসংহার (خاتمة):

হানাফী ফিকহে 'আল-উমুরু বিমাকাসিদিহা' কায়দাটি শব্দ ও চুক্তির মর্মার্থ উদ্ঘাটনের চাবিকাঠি। এটি নিশ্চিত করে যে, শরীয়তের বিধানগুলো কেবল যান্ত্রিক শব্দের সমষ্টি নয়, বরং মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রশ্ন-২২: "আল উমুরু বিমাকাসিদিহা" কায়দার ব্যতিক্রমগুলো কী কী? এবং কখন বিধানের ক্ষেত্রে নিয়ত বা উদ্দেশ্য গ্রহণযোগ্য হয় না?
(ما هي استثناءات قاعدة "الأمور بمقاصدها"؟ ومتى لا يعتد بالنية أو القصد في الأحكام؟)

ভূমিকা (مقدمة):

যদিও ফিকহী কায়দা "আল-উমুরু বিমাকাসিদিহা" (বিষয়াদি তার উদ্দেশ্যের দ্বারা বিচার্য) একটি ব্যাপক মূলনীতি, তবুও এর কিছু ব্যতিক্রম (ইস্তিসনা) রয়েছে। এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে ফিকহী বিধান দেওয়ার সময় ব্যক্তির মনের নিয়ত বা উদ্দেশ্যকে ধর্তব্য মনে করা হয় না, বরং বাহ্যিক কাজ বা শব্দকেই চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়।

কায়দাটির ব্যতিক্রম ও নিয়ত অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ (الاستثناءات):

হানাফী ফিকহ অনুযায়ী প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে নিয়ত গ্রহণযোগ্য হয় না:

১. সুস্পষ্ট বা সরীহ শব্দের ক্ষেত্রে (في الألفاظ الصريحة):

যদি কেউ এমন শব্দ ব্যবহার করে যার অর্থ সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট, তবে সেখানে নিয়ত বিচার করা হয় না।

- **বিধান:** বিচার বিভাগীয় ফয়সালায় (ফতোয়ায়ে কাজা) সুস্পষ্ট শব্দের বিপরীতে নিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়।
- **উদাহরণ:** কোনো স্বামী যদি রাগের মাথায় স্ত্রীকে বলে, **"তোমাকে তালাক দিলাম"**। পরে সে দাবি করে যে, "আমার নিয়ত তালাক ছিল না, বরং ভয় দেখানো ছিল"।
    - *হুকুম:* এক্ষেত্রে তার নিয়ত গ্রহণ করা হবে না এবং তালাক পতিত হয়ে যাবে। কারণ 'তালাক' শব্দটি সুস্পষ্ট (সরীহ)।

২. অন্যের অধিকার নষ্ট বা ক্ষতির ক্ষেত্রে (في ضمان الإتلاف):

মানুষের জান-মালের ক্ষতি হলে সেখানে নিয়ত দেখা হয় না। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, ক্ষতিপূরণ (জামান) দিতেই হবে।

- **বিধান:** "ক্ষতিপূরণ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল নয়।"

- **উদাহরণঃ** কেউ অসতর্কতাবশত অন্যের একটি দামী কাঁচের পাত্র ভেঙে ফেলল। সে বলল, "আমার ভাঙার নিয়ত ছিল না"।
    - *হুকুম:* তার নিয়ত ভালো থাকলেও তাকে পাত্রের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কারণ এখানে 'ইতlaf' (ধ্বংস) পাওয়া গেছে, যা নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়।

৩. অবৈধ কাজে নিয়তের প্রভাবহীনতা:

হারাম কাজ ভালো নিয়তে করলেও তা হালাল হয় না।

- **উদাহরণঃ** কেউ মসজিদ বানানোর (ভালো) নিয়তে চুরি (হারাম কাজ) করল। এখানে ভালো নিয়ত চুরির অপরাধকে মওকুফ করবে না।

উপসংহার (خاتمة):

সারকথা হলো, 'আল-উমুরু বিমাকাসিদিহা' কায়দাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও, যেখানে শব্দ সুস্পষ্ট অথবা অন্যের অধিকার জড়িত, সেখানে নিয়তের চেয়ে বাহ্যিক কর্ম বা ফলাফলকেই শরীয়ত প্রাধান্য দেয়।

القاعدة الثالثة : اليقين لا يزول بالشك

প্রশ্ন-২৩: "আল ইয়াকিনু লা যাউলু বিশ-শক্ক" (দৃঢ় বিশ্বাস সন্দেহের দ্বারা দূর হয় না) কায়দাটি ব্যাখ্যা কর এবং কোন শরয়ী ও যুক্তিনির্ভর দলিল এটিকে সমর্থন করে? (اشرح قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" وما هو الأدلة الشرعية والعقلية التي تؤيدها؟)

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরীয়তের ৯৯টি ফিকহী কায়দার মধ্যে "আল-ইয়াকিনু লা ইয়াযুলু বিশ-শক্ক" (اليقين لا يزول بالشك) হলো তৃতীয় কুল্লী কায়দা। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এটিকে ফিকহী মাসআলা সমাধানের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফিকহের প্রায় সকল অধ্যায়ে এই কায়দার প্রয়োগ রয়েছে।

কায়দাটির ব্যাখ্যা (شرح القاعدة):

- **আল-ইয়াকিন (اليقين):** এর অর্থ হলো স্থির ও নিশ্চিত বিশ্বাস, যা প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত।
- **আশ-শক্ক (الشك):** এর অর্থ হলো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সন্দেহ। দুটি সম্ভাবনার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থা।

তাৎপর্য: কোনো বিষয়ে আগে থেকে যদি নিশ্চিত জ্ঞান (ইয়াকিন) থাকে, পরবর্তীতে সেখানে কোনো সন্দেহ (শক্ক) সৃষ্টি হলে, ওই সন্দেহের কারণে পূর্বের নিশ্চিত বিশ্বাস বাতিল হবে না। যতক্ষণ না নতুন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়, ততক্ষণ পূর্বের অবস্থাই বহাল থাকবে। একে ফিকহী পরিভাষায় **'ইসতিশাব'** (الاستصحاب) বা পূর্বাবস্থা বহাল রাখা বলা হয়।

শরয়ী ও যুক্তিনির্ভর দলিল (الأدلة الشرعية والعقلية):

১. হাদিস শরিফ (নস):

এই কায়দার মূল ভিত্তি হলো সহীহ মুসলিমের একটি হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যদি তোমাদের কারো পেটে গোলমাল মনে হয় এবং সে নিশ্চিত হতে না পারে যে, কিছু বের হয়েছে কি না; তবে সে যেন মসজিদ থেকে বের না হয় (নামাজ না ভাঙে), যতক্ষণ না সে বায়ু নিঃসরণের শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়।"

এই হাদিসে 'শব্দ বা গন্ধ' হলো ইয়াকিন বা নিশ্চয়তা, আর 'মনের খটকা' হলো সন্দেহ। নবীজি (সা.) সন্দেহের কারণে নিশ্চিত অজু ভাঙতে নিষেধ করেছেন।

২. যৌক্তিক দলিল (الدليل العقلي):

যুক্তি বলে যে, "ইয়াকিন" (নিশ্চয়তা) হলো শক্তিশালী অবস্থা, আর "শক্ক" (সন্দেহ) হলো দুর্বল অবস্থা। শক্তিশালী জিনিস দুর্বল জিনিসের দ্বারা অপসারিত হতে পারে না। তাই সন্দেহ দিয়ে নিশ্চয়তাকে দূর করা অযৌক্তিক।

উদাহরণ (أمثلة):

- কেউ নিশ্চিতভাবে জানে যে সে অজু করেছে। কিছুক্ষণ পর তার সন্দেহ হলো—অজু ভেঙেছে কি না?
    - *হুকুম:* তার অজু আছে বলে ধরা হবে। কারণ 'অজু করা' নিশ্চিত, আর 'ভাঙা' সন্দেহপূর্ণ।
- কারো কাছে কেউ টাকা পায় কি না—এ ব্যাপারে সন্দেহ হলে, মূলনীতি হলো 'সে ঋণী নয়' (বারাআতুক জিম্মাহ)। কারণ ঋণ না থাকাটাই স্বাভাবিক নিশ্চিত অবস্থা।

উপসংহার (خاتمة):

এই কায়দাটি মুমিনদের জীবনকে 'ওয়াসওয়াসা' বা অহেতুক সন্দেহবাতিকতা থেকে মুক্ত রাখে এবং ইবাদত ও লেনদেনে মানসিক প্রশান্তি দান করে।

প্রশ্ন-২৪: ফকীহদের নিকট সন্দেহের প্রকারভেদগুলো সুস্পষ্ট কর এবং গ্রহণযোগ্য সন্দেহ কোনটি যা দৃঢ় বিশ্বাসকে দূর করে না?
(بين أنواع الشك المختلف فيها عند الفقهاء، وما هو الشك المعتد به الذي لا يزيل اليقين؟)

ভূমিকা (مقدمة):

ফিকহী মাসআলায় 'শক্ক' বা সন্দেহের প্রভাব বুঝতে হলে এর প্রকারভেদ জানা জরুরি। সব ধরনের সন্দেহ সমান নয়। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) 'আল-আশবাহ' গ্রন্থে সন্দেহের বিভিন্ন স্তর ও হুকুম আলোচনা করেছেন।

সন্দেহের প্রকারভেদ (أنواع الشك):

ফকীহদের আলোচনায় সন্দেহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. হারাম ও নাজায়েজ হওয়ার সন্দেহ (الشك في التحريم):

যদি কোনো বস্তুর হালাল-হারাম হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেয়।

- *মূলনীতি:* ইবাদত বা হারাম বস্তুর ক্ষেত্রে সন্দেহ হলে সতর্কতার জন্য তা বর্জন করা হয়। যেমন—এক পাত্রে পবিত্র পানি ও অন্য পাত্রে অপবিত্র পানি আছে, কিন্তু চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে উভয়টি ত্যাগ করে তায়াম্মুম করতে হবে।

২. ইবাদত পরবর্তী সন্দেহ (الشك بعد الفراغ من العبادة):

ইবাদত শেষ করার পর যদি সন্দেহ হয় যে, কোনো রুকন বাদ পড়েছে কি না।

- *হুকুম:* এই সন্দেহ গ্রহণযোগ্য নয়। ইবাদত সঠিক হয়েছে বলে ধরা হবে। যেমন—নামাজ শেষ করার পর মনে হলো রুকু করেছি কি না? এটি ধর্তব্য নয়।

৩. ইবাদত চলাকালীন সন্দেহ (الشك في أثناء العبادة):

ইবাদতের মাঝখানে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া।

- *হুকুম:* যদি এটি প্রথমবারের মতো হয়, তবে পুনরায় আমলটি করতে হবে। আর যদি এটি নিয়মিত অভ্যাস (ওয়াসওয়াসা) হয়, তবে প্রবল ধারণা (গলবায়ে জন) অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

গ্রহণযোগ্য সন্দেহ যা ইয়াকিনকে দূর করে না (الشك المعتد به):

প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে—কোন সন্দেহটি ইয়াকিনকে দূর করে না?

এর উত্তর হলো— **'শক্ক মারজুহ'** (الشك المرجوح) বা দুর্বল সন্দেহ।

- **ব্যাখ্যা:** যে সন্দেহের বিপরীতে পূর্বের কোনো নিশ্চিত প্রমাণ (ইয়াকিন) বিদ্যমান থাকে, সেই সন্দেহকে শরীয়ত আমলে নেয় না।
- **উদাহরণ:** একজন ব্যক্তি সকালে কাপড় পরেছে এবং সে জানে কাপড়টি পবিত্র ছিল। দুপুরে তার মনে সন্দেহ হলো, "হয়তো কোথাও নাপাকি লেগেছে"।
    - এখানে **'কাপড় পবিত্র থাকা'** হলো ইয়াকিন (নিশ্চিত)।
    - আর **'নাপাকি লাগার ধারণা'** হলো শক্ক (সন্দেহ)।
    - এই সন্দেহটি গ্রহণযোগ্য হলেও তা পূর্বের পবিত্রতার ইয়াকিনকে বাতিল করতে পারবে না।

ব্যতিক্রম (ইস্তিসনা):

সন্দেহ কেবল তখনই ইয়াকিনকে দূর করতে পারে, যখন সন্দেহটি প্রবল হয়ে 'গলবায়ে জন' (প্রবল ধারণা) বা নতুন কোনো ইয়াকিনের স্তরে পৌঁছে যায়। তখন আর একে 'শক্ক' বলা হয় না, বরং এটি নতুন দলিলে পরিণত হয়।

উপসংহার (خاتمة):

ফকীহদের মতে, অহেতুক ও ভিত্তিহীন সন্দেহ (ওয়াসওয়াসা) শরীয়তে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। তবে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে 'ইস্তিশাব'-এর নীতি অনুসরণ করে পূর্বের নিশ্চিত অবস্থার ওপর আমল করতে হয়।

প্রশ্ন-২৫: এ কুল্লী কায়দা থেকে উদ্ভূত শাখা কায়দাগুলো (আল-কাওয়াইদ আল-ফার'ইয়্যাহ) উল্লেখ কর, যেমন "আল আসলু বাকাউ মা কানা আলা মা কানা" (যা ছিল তা সেভাবেই থাকার কথা)।

اذكر القواعد الفرعية التي تتفرع عن هذه القاعدة الكلية، مثل "الأصل بقاء ما كان على ما كان".)

ভূমিকা (مقدمة):

"আল ইয়াকিনু লা ইয়াযুলু বিশ-শক্ক" (নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না)—এটি একটি মহান 'কুল্লী' বা মৌলিক কায়দা। এই কায়দার ওপর ভিত্তি করে ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রয়োগের জন্য আরও বেশ কিছু 'ফারঈ' বা শাখা কায়দা বের করা হয়েছে। এগুলোকে 'তাফরি'আত' বলা হয়। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাঁর কিতাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শাখা কায়দা আলোচনা করেছেন।

শাখা কায়দাসমূহ (القواعد الفرعية):

নিচে প্রধান চারটি শাখা কায়দা উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

১. আল-আসলু বাকাউ মা কানা 'আলা মা কানা (الأصل بقاء ما كان على ما كان):

- **অর্থ:** কোনো বিষয়ের মূলনীতি হলো, অতীতে সেটি যে অবস্থায় ছিল, বর্তমানেও তা সেভাবেই বহাল থাকা (যতক্ষণ না পরিবর্তনের দলিল পাওয়া যায়)।
- **উদাহরণ:** 'নিখোঁজ ব্যক্তি' (মাফকুদ)-এর বিধান। যেহেতু সে জীবিত ছিল বলে নিশ্চিত জানা আছে, তাই মৃত্যুর সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে জীবিত হিসেবেই গণ্য করা হবে এবং তার সম্পদ বণ্টন করা যাবে না। [2]

২. আল-আসলু বারাআতুয জিম্মাহ (الأصل براءة الذمة):

- **অর্থ:** মূলনীতি হলো মানুষ দায়মুক্ত থাকা। অর্থাৎ, প্রমাণ ছাড়া কারো ওপর কোনো দায় বা ঋণ চাপানো যায় না।
- **উদাহরণ:** যদি কেউ দাবি করে যে, "অমুক ব্যক্তির কাছে আমি টাকা পাই", আর অভিযুক্ত ব্যক্তি তা অস্বীকার করে। এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা

শপথসহ গ্রহণ করা হবে। কারণ, জন্মগতভাবে মানুষ ঋণমুক্ত, ঋণ থাকাটা সন্দেহপূর্ণ দাবি।

৩. আল-আসলু ফিল-হাওয়াদিসি তাকদিরুহা বি-আকরাবিয যামান (الأصل في الحوادث تقديرها بأقرب الزمان):

- **অর্থ:** কোনো নতুন ঘটনা বা দুর্ঘটনার সময় নিয়ে সন্দেহ হলে, তাকে সম্ভাব্য নিকটতম সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।
- **উদাহরণ:** কেউ কাপড়ে নাপাক দেখল, কিন্তু কখন লেগেছে তা জানে না। হানাফী মতে, সর্বশেষ যখন সে অজু বা গোসল করেছে বা কাপড় পাল্টেছে, তখন থেকে নাপাকি লেগেছে বলে ধরা হবে। এর আগের নামাজ কাজা করতে হবে না। কারণ, 'নিকটতম সময়ে লাগা' নিশ্চিত, আর 'অনেক আগে লাগা' সন্দেহপূর্ণ।

৪. আল-আসলু ফিল-আশইয়া আল-ইবাহাহ (الأصل في الأشياء الإباحة):

- **অর্থ:** সৃষ্টিগত বস্তুসমূহের মূল বিধান হলো বৈধতা (যতক্ষণ না হারামের দলিল পাওয়া যায়)।
- **উদাহরণ:** নতুন কোনো ফল বা খাবার আবিষ্কৃত হলে তা হালাল বলে গণ্য হবে, যদি না তাতে ক্ষতিকর বা হারাম কোনো উপাদান প্রমাণিত হয়।

উপসংহার (خاتمة):

এই শাখা কায়দাগুলো মূলত 'ইয়াকিন' বা নিশ্চয়তার কায়দারই ব্যবহারিক রূপ। বিচারক ও মুফতিগণ দৈনন্দিন হাজারো সমস্যার সমাধানে এই শাখা নীতিগুলো প্রয়োগ করেন।

প্রশ্ন-২৬: "আল ইয়াকিনু লা যাউলু বিশ-শক্ক" কায়দা থেকে ব্যতিক্রমের বিষয়টি আলোচনা কর, এবং হানাফী মাযহাবে কখন সন্দেহের উপর দৃঢ় বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয়া হয়?

ناقش مسألة الاستثناءات من قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، ومتى يقدم (الشك على اليقين في المذهب الحنفي؟

ভূমিকা (مقدمة):

সাধারণ নিয়ম হলো, সন্দেহ কখনো নিশ্চয়তাকে বাতিল করতে পারে না। কিন্তু ফিকহী মাসআলায় এমন কিছু বিরল পরিস্থিতি (Nawadir) তৈরি হয়, যেখানে সতর্কতার (Ihtiyat) খাতিরে বা বিশেষ কারণে সন্দেহের ওপর আমল করা হয় এবং নিশ্চয়তা পরিত্যক্ত হয়। এগুলোকে এই কায়দার 'ইস্তিসনা' বা ব্যতিক্রম বলা হয়।

ব্যতিক্রম বা সন্দেহের প্রাধান্য পাওয়ার ক্ষেত্রসমূহ (الاستثناءات):

হানাফী মাযহাবে প্রধানত নিচের ক্ষেত্রগুলোতে সন্দেহকে নিশ্চয়তার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়:

১. পবিত্রতা বা তাহারাতের ক্ষেত্রে সতর্কতা (الاحتياط في الطهارة):

- **মাসআলা:** যদি কেউ মোজার ওপর মাসেহ করে এবং সন্দেহ হয় যে, মাসেহ-এর নির্ধারিত সময় (মুসাফিরের জন্য ৩ দিন, মুকিমের জন্য ১ দিন) শেষ হয়েছে কি না?
- **মূল কায়দা অনুযায়ী:** সময় বাকি থাকার কথা (ইসতিশাব)।
- **ব্যতিক্রম:** কিন্তু হানাফী মাযহাবে এখানে সন্দেহকে প্রাধান্য দিয়ে **পা ধৌত করা ওয়াজিব** বলা হয়েছে।
- **কারণ:** পা ধোয়া হলো 'আসল' (মূল) এবং নিশ্চিত পবিত্রতা। আর মাসেহ হলো 'রুসখত' (ছাড়)। সন্দেহের কারণে ছাড় বাতিল হয়ে মূলের দিকে ফিরে যেতে হয়।

২. নারীর লজ্জাস্থান ও বিবাহের ক্ষেত্রে (في الفروج):

নারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহ দেখা দিলেই হারাম সাব্যস্ত হয়।

- **কায়দা: "আল-আসলু ফিল-ফুরুজি আত-তাহরিম"** (লজ্জাস্থানের বিষয়ে মূলনীতি হলো হারাম হওয়া)।

- **উদাহরণ:** এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল, কিন্তু সন্দেহ হলো—এই দাসী কি তার দুধ-বোন হতে পারে? (কারণ ছোটবেলায় তাদের পরিবারে দুধপানের ঘটনা ছিল)। যদিও দাসী কেনা বৈধ (ইয়াকিন), কিন্তু দুধ-সম্পর্কের সন্দেহের কারণে তার সাথে সহবাস হারাম হবে।

৩. শিকার ও জবাইয়ের ক্ষেত্রে (في الصيد والذكاة):

- **উদাহরণ:** কেউ শিকারের উদ্দেশ্যে তীর ছুড়ল। শিকারটি পানিতে পড়ে মারা গেল।
- **সন্দেহ:** প্রাণীটি তীরের আঘাতে মরেছে (হালাল), নাকি পানিতে ডুবে মরেছে (হারাম)?
- **হুকুম:** এখানে সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে প্রাণীটি খাওয়া **হারাম** হবে। যদিও তীর মারা নিশ্চিত ছিল, কিন্তু মৃত্যুর কারণ নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় সতর্কতামূলকভাবে হারামকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

কখন সন্দেহের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয়া হয় না? (বিশ্লেষণ):

প্রশ্নটির দ্বিতীয় অংশের মর্মার্থ হলো—কখন সন্দেহের কারণে ইয়াকিন বাতিল হয়ে যায়?

এর উত্তর হলো: যখন সন্দেহের সাথে 'গালবায়ে জান' (প্রবল ধারণা) বা 'আলামত' (লক্ষণ) যুক্ত হয়, অথবা বিষয়টি যদি 'সতর্কতা' (ইহতিয়াত) দাবি করে—তখন সন্দেহকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং ইয়াকিন পরিত্যাগ করা হয়।

উপসংহার (خاتمة):

সারকথা হলো, 'নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না'—এটিই মূলনীতি। তবে মানুষের সম্ভ্রম (ইজ্জত), ইবাদতের বিশুদ্ধতা এবং হালাল-হারাম খাদ্যের বিষয়ে ইসলামি শরীয়ত অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই এসব ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহ দেখা দিলেই 'নিরাপদ পথ' বা সতর্কতাকে গ্রহণ করা হয়, যা বাহ্যিকভাবে কায়দার ব্যতিক্রম মনে হলেও মূলত তা তাকওয়ার দাবি।

القاعدة الرابعة : المشقة تجلب التيسير

প্রশ্ন-২৭: "আল মাশাক্কাতু তাজিলবুত তায়সীর" (কষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য আনে) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং কুরআন ও সুন্নাহতে এর মূল ভিত্তি কী?
وضح مدلول قاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وما هو مستندها الأصلي في (القرآن والسنة؟)

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরীয়তের ৯৯টি ফিকহী কায়দার মধ্যে "আল মাশাক্কাতু তাজিলবুত তায়সীর" (المشقة تجلب التيسير) হলো চতুর্থ কুল্লী কায়দা। দ্বীন ইসলাম যে একটি সহজ, বাস্তবসম্মত এবং মানবিক ধর্ম, এই কায়দাটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই কায়দাটিকে ফিকহের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

কায়দাটির তাৎপর্য (مدلول القاعدة):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'মাশাক্কাত' অর্থ হলো কষ্ট বা কাঠিন্য। 'তায়সীর' অর্থ হলো সহজীকরণ বা স্বাচ্ছন্দ্য।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরীয়তের কোনো হুকুম বা বিধান পালন করতে গিয়ে বান্দা যদি এমন কোনো কঠিন পরিস্থিতির বা সংকটের সম্মুখীন হয় যা তার জান, মাল বা স্বাভাবিক জীবনের জন্য অসহনীয়, তখন শরীয়ত সেই কঠিন বিধানকে সহজ করে দেয়। এই সহজীকরণকে ফিকহী পরিভাষায় **'রুখসত'** (ছাড়) বলা হয়।

মূল কথা: "কষ্ট বা অসুবিধা সহজতাকে ডেকে আনে।" অর্থাৎ, পরিস্থিতি কঠিন হলে আইন শিথিল হয়।

কুরআন ও সুন্নাহর দলিল (المستند الأصلي):

এই কায়দাটি কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিলে প্রতিষ্ঠিত:

১. আল-কুরআন:

আল্লাহ তায়ালা মানুষের সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না। এর প্রমাণে আল্লাহ বলেন:

- *"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না।"* (সূরা বাকারা: ১৮৫)
- *"তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।"* (সূরা হজ: ৭৮)
- *"আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না।"* (সূরা বাকারা: ২৮৬)

২. আস-সুন্নাহ:

রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বদা সহজপন্থা অবলম্বন করতেন এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দিতেন।

- হাদিস: "يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا"

"তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না।" (সহীহ বুখারী)

- হাদিস: "بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ"

"আমি সহজ-সরল দ্বীন (হানিফিয়্যাহ) নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।" (মুসনাদে আহমাদ)

উদাহরণ (أمثلة):

- **সফর:** সফরের কষ্টের কারণে চার রাকাত ফরজ নামাজকে দুই রাকাত (কসর) করা হয়েছে এবং রমজানের রোজা পরবর্তীতে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- **অসুস্থতা:** দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম হলে বসে বা শুয়ে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার (خاتمة):

এই কায়দাটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম কোনো জবরদস্তিমূলক ধর্ম নয়। বরং মানুষের অক্ষমতা ও কষ্টের সময় ইসলাম দয়া ও ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দেয়।

প্রশ্ন-২৮: শরীয়তে যে সকল কষ্টের প্রকারভেদ (মাশাক্কাহ) স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়, তা কী কী এবং কোন কষ্ট গ্রহণযোগ্য হয় না?
(ما هي أنواع المشقة التي تعتبر سببا للتخفيف في الشريعة وما هي المشقة التي لا يعتد بها؟)

ভূমিকা (مقدمة):

দুনিয়া হলো পরীক্ষার স্থান, তাই ইবাদত পালনে কিছুটা কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সব ধরনের কষ্টই শরীয়তের বিধানকে শিথিল করে না। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) 'আল-আশবাহ' গ্রন্থে মাশাক্কাহ বা কষ্টকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন: গ্রহণযোগ্য কষ্ট এবং অগ্রহণযোগ্য কষ্ট।

১. অগ্রহণযোগ্য কষ্ট বা স্বাভাবিক কষ্ট (المشقة التي لا يعتد بها):
যে সকল কষ্ট ইবাদতের প্রকৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং যা সহ্য করা মানুষের সাধারণ ক্ষমতার ভেতরে, সেই কষ্টের কারণে শরীয়তের বিধানে কোনো পরিবর্তন বা ছাড় (Taysir) আসে না।

- **কারণ:** এই কষ্টগুলো ছাড়া ওই ইবাদত পালন করাই সম্ভব নয়। এগুলো ইবাদতেরই অংশ।
- **উদাহরণ:**
  - রোজার দিনে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট।
  - শীতকালে ওজুর সময় ঠান্ডা পানির কষ্ট।
  - হজ্জের সফরে ভ্রমণের ক্লান্তি।
  - ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাত বা রজমের (পাথর নিক্ষেপ) কষ্ট।
  - জিহাদের ময়দানে জান-মালের ঝুঁকির কষ্ট।
- **হুকুম:** এই কষ্টগুলোর কারণে রোজা ভাঙা, ওজু ত্যাগ করা বা শাস্তি মওকুফ করা জায়েজ নেই।

২. গ্রহণযোগ্য কষ্ট বা অস্বাভাবিক কষ্ট (المشقة التي تعتبر سببا للتخفيف):

যে সকল কষ্ট ইবাদতের স্বাভাবিক অংশ নয়, বরং বাহ্যিক কোনো কারণে সৃষ্টি হয় এবং মানুষের সাধারণ সহ্যক্ষমতার বাইরে চলে যায় বা জান-মালের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এই কষ্টগুলোই মূলত 'তায়সীর' বা সহজীকরণের কারণ।

ইবনে নুজাইম (রহ.) এটিকে তিন স্তরে ভাগ করেছেন:

ক. উচ্চমাত্রার কষ্ট (المشقة العظيمة):

যা মানুষের জীবন, অঙ্গহানি বা চরম বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

- *উদাহরণ:* প্রাণ বাঁচানোর জন্য হারাম খাদ্য গ্রহণ করা (যেমন শুকরের গোশত), অসুস্থতায় রোজা ভাঙা।
- *হুকুম:* এক্ষেত্রে ছাড় গ্রহণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক।

খ. নিম্নমাত্রার কষ্ট (المشقة الخفيفة):

যা খুব সামান্য, যেমন—সামান্য মাথাব্যথা, নখের কোণায় ব্যথা বা মন খারাপ।

- *হুকুম:* এগুলোর কারণে ফরজ ইবাদতে কোনো ছাড় দেওয়া হয় না। সামান্য মাথাব্যথার অজুহাতে রোজা ভাঙা জায়েজ নেই।

গ. মধ্যম মাত্রার কষ্ট (المشقة المتوسطة):

যা উচ্চমাত্রারও নয় আবার একদম তুচ্ছও নয়।

- *হুকুম:* ফকীহগণ বা মুফতি সাহেব পরিস্থিতি বিবেচনা করে (Ijtihad) সিদ্ধান্ত দেবেন। যদি তা উচ্চমাত্রার কাছাকাছি হয়, তবে ছাড় দেওয়া হবে; অন্যথায় নয়।

পার্থক্য (الفرق):

ধরণ	কষ্টের প্রকৃতি	হুকুম (বিধান)
অগ্রহণযোগ্য কষ্ট	ইবাদতের অবিচ্ছেদ্য অংশ (যেমন: রোজায় ক্ষুধা)।	কোনো ছাড় নেই, ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

গ্রহণযোগ্য কষ্ট	বাহ্যিক ও অস্বাভাবিক (যেমন: তীব্র রোগ)।	শরীয়ত সহজীকরণ বা রুখসত প্রদান করে।

উপসংহার (خاتمة):

সারকথা হলো, শরীয়ত কেবল সেই কষ্টকেই আমলে নেয় যা মানুষকে ধ্বংস বা চরম সংকটের দিকে ঠেলে দেয়। ইবাদতের স্বাভাবিক শ্রম বা কষ্টকে 'মাশাক্কাহ' হিসেবে গণ্য করে বিধান বাতিল করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়, কারণ জান্নাত অর্জনের জন্য কিছুটা কষ্ট স্বীকার করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন-২৯: "আল মাশাক্কাতু তাজিলবুত তায়সীর" এ কায়দার অধীনে আসা সাত প্রকার শরয়ী রুখসা (সুবিধা) সুস্পষ্ট কর এবং প্রতিটি প্রকারের স্বাচ্ছন্দ্যের একটি করে উদাহরণ উল্লেখ কর।

بين الرخص الشرعية السبعة التي تندرج تحت هذه القاعدة "المشقة تجلب التيسير" مع ذكر مثال لكل نوع من أنواع التخفيف.) [1]

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরীয়তে কষ্টের কারণে যে সহজীকরণ বা 'তায়সীর' করা হয়, ফিকহবিদগণ তাকে 'তাকফিফ' (التخفيف) বা লঘুকরণ বলেছেন। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাঁর 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই সহজীকরণ বা রুখসা প্রধানত সাত প্রকারে বিভক্ত। প্রতিটি প্রকার মুমিনের জন্য আল্লাহর অশেষ রহমতের নিদর্শন।

সাত প্রকার শরয়ী রুখসা বা সহজীকরণ (أنواع التخفيف السبعة):

নিচে ছক আকারে সাত প্রকার তাকফিফ বা রুখসার বিবরণ ও উদাহরণ দেওয়া হলো:

ক্রম	প্রকারের নাম (আরবি)	প্রকারের নাম (বাংলা)	বিবরণ ও উদাহরণ
১	**তাকফিফু ইসকাত** (تخفيف إسقاط)	**রহিতকরণের মাধ্যমে সহজীকরণ**	যখন কোনো ওজরের কারণে শরীয়ত কোনো ইবাদতকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়। **উদাহরণঃ** নারীদের ঋতুস্রাব বা হায়েজ অবস্থায় নামাজ সম্পূর্ণ মাফ (ইসকাত) হয়ে যাওয়া; তা কাজাও করতে হয় না।
২	**তাকফিফু তানকীস** (تخفيف تنقيص)	**কমানোর মাধ্যমে সহজীকরণ**	ইবাদত মাফ হয় না, কিন্তু তার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়। **উদাহরণঃ** মুসাফিরের জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজকে কমিয়ে দুই রাকাত (কসর) করা।
৩	**তাকফিফু ইবদাল** (تخفيف إبدال)	**পরিবর্তনের মাধ্যমে সহজীকরণ**	মূল আমলটি কঠিন হলে তার পরিবর্তে সহজ কোনো বিকল্প আমল নির্ধারণ করা। **উদাহরণঃ** পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ওজু বা গোসলের পরিবর্তে 'তায়াম্মুম' করা। অথবা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম হলে বসে পড়া।
৪	**তাকফিফু তাকদিম** (تخفيف تقديم)	**আ এগিয়ে আনার মাধ্যমে সহজীকরণ**	প্রয়োজনের তাগিদে নির্ধারিত সময়ের আগেই আমলটি আদায় করার অনুমতি দেওয়া। **উদাহরণঃ** আরাফার ময়দানে আসরের নামাজকে এগিয়ে জোহরের সময়ে আদায় করা (জমে তাকদিম)। অথবা বছরের শেষ হওয়ার আগেই যাকাত প্রদান করা।

৫	**তাকফিফু তাখির** (تخفيف تأخير)	**বিলম্ব করার মাধ্যমে সহজীকরণ**	নির্ধারিত সময়ে আদায় করা কঠিন হলে সময় পিছিয়ে পরে আদায়ের সুযোগ দেওয়া। **উদাহরণ:** মুজদালিফায় মাগরিবের নামাজকে পিছিয়ে এশার সময়ে আদায় করা। অথবা অসুস্থ বা মুসাফিরের জন্য রমজানের রোজা পরে কাজা আদায় করা।
৬	**তাকফিফু তারখিস** (تخفيف ترخيص)	**হারাম কাজ করার অনুমতি**	জীবন বাঁচানোর তাগিদে হারাম বস্তু গ্রহণ বা হারাম কাজ করার সাময়িক বৈধতা। **উদাহরণ:** যদি কেউ গলায় খাবার আটকে মারা যাওয়ার উপক্রম হয় এবং হালাল পানীয় না থাকে, তবে প্রাণ বাঁচাতে সামান্য পরিমাণ মদ পান করা জায়েজ।
৭	**তাকফিফু তাগয়ির** (تخفيف تغيير)	**পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে সহজীকরণ**	ইবাদতের মূল কাঠামো ঠিক রেখে তার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা। **উদাহরণ:** 'সালাতুল খাউফ' বা ভয়ের নামাজ। জিহাদের ময়দানে শত্রুর আক্রমণের ভয়ে নামাজের সাধারণ নিয়ম পরিবর্তন করে বিশেষ পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করা।

উপসংহার (خاتمة):

এই সাত ধরণের সহজীকরণ প্রমাণ করে যে, শরীয়ত মানুষের ওপর বোঝা হতে আসেনি। বরং মানুষের সক্ষমতা ও পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে শরীয়ত নমনীয় আচরণ করে, যাতে বান্দা সাধ্যমতো আল্লাহর আনুগত্য করে যেতে পারে।

প্রশ্ন-৩০: সমসাময়িক বিষয়গুলোতে মাশাক্কাহ বা কষ্টের সঠিক মূল্যায়ন (তাকদীর) কীভাবে করা হয় এবং এটি কি বিচারকের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়? আলোচনা কর।

ناقش كيف يتم التقدير الصحيح للمشقة في القضايا المعاصرة وهل يترك ذلك لاجتهاد القاضي؟ (

ভূমিকা (مقدمة):

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনে নতুন নতুন সমস্যা (নাওয়াজিল) সৃষ্টি হচ্ছে। আধুনিক যুগে 'মাশাক্কাহ' বা কষ্টের অজুহাতে শরীয়তের বিধান শিথিল করার প্রবণতা যেমন বেড়েছে, তেমনি অনেকে আবার অকারণে কঠোরতা আরোপ করেন। তাই কষ্টের সঠিক মানদণ্ড নির্ধারণ করা ফিকহের একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কষ্টের সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি (كيفية تقدير المشقة):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এবং পরবর্তী ফিকহবিদগণ কষ্টের মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা বা 'দাবিত' (ضابط) ঠিক করেছেন। সমসাময়িক বিষয়ে কষ্ট মূল্যায়নে নিচের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা হয়:

১. শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কষ্ট (নস):

যেসব কষ্টের ক্ষেত্রে শরীয়ত নিজেই সীমা ঠিক করে দিয়েছে, সেখানে কারো ইজতিহাদ বা মতামতের সুযোগ নেই।

- *উদাহরণ:* সফরের কষ্ট। শরীয়ত ৪৮ মাইল (বা ৭৮ কি.মি.) সফরকে কষ্টের মানদণ্ড বানিয়েছে। এখন কেউ যদি আধুনিক এসি বিমানে সফর করে বলে "আমার কষ্ট নেই, তাই আমি কসর করব না"—তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এখানে শরীয়তের নির্ধারণই চূড়ান্ত।

২. শরীয়ত কর্তৃক অনির্ধারিত কষ্ট (গাইরে মানসুস):

যেসব কষ্টের পরিমাণ শরীয়ত নির্দিষ্ট করেনি, সেখানে 'উরফ' বা স্বাভাবিক মানুষের সহ্যক্ষমতা এবং পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করতে হয়।

- **মানদণ্ড:** এক্ষেত্রে **'আউসাতুন নাস'** বা মধ্যমপন্থী লোকদের অবস্থাকে মানদণ্ড ধরা হয়। খুব বিলাসীদের সামান্য কষ্টও ধর্তব্য নয়, আবার খুব কঠোর সাধকদের সহ্যক্ষমতাও মানদণ্ড নয়।

বিচারক বা মুফতির ইজতিহাদের ভূমিকা (دور اجتهاد القاضي والمفتي):

প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে, এটি কি বিচারকের ইজতিহাদের ওপর ছাড়া হয় কি না?

উত্তর: হ্যাঁ, অনির্ধারিত কষ্টের ক্ষেত্রে এটি বিচারক বা মুফতির ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল। এর কারণগুলো হলো:

- **স্থান-কাল-পাত্র ভেদ:** এক যুগের বা এক দেশের জন্য যা কষ্টকর, অন্য যুগের বা দেশের জন্য তা কষ্টকর নাও হতে পারে। বিচারক বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে রায় দেবেন।
- **ব্যক্তিগত অবস্থা:** একই অসুস্থতা একজন সবল যুবকের জন্য সাধারণ, কিন্তু একজন বৃদ্ধের জন্য প্রাণঘাতী হতে পারে। মুফতি সাহেব ফতোয়া দেওয়ার সময় ব্যক্তির অবস্থা (Halat) বিবেচনা করবেন।

সমসাময়িক উদাহরণ (أمثلة معاصرة):

- **চিকিৎসা বিজ্ঞান:** কোনো মহিলা রোগীর চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তার দেখানো সাধারণ অবস্থায় জায়েজ নেই। কিন্তু যদি বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার না পাওয়া যায় এবং রোগ গুরুতর হয় (মাশাক্কাহ), তবে মুফতি সাহেব ইজতিহাদ করে পুরুষ ডাক্তার দেখানোর অনুমতি দেন। এটি কষ্টের তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

- **ডিজিটাল লেনদেন:** আধুনিক ব্যাংকিং বা শেয়ার বাজারের কিছু জটিলতা এড়াতে সাধারণ মানুষের কষ্টের কথা বিবেচনা করে কিছু শর্তসাপেক্ষে শিথিলতা (Taysir) প্রদান করা হয়।

উপসংহার (خاتمة):

কষ্টের মূল্যায়ন কোনো খেয়াল-খুশির ব্যাপার নয়। এটি একটি ইজতিহাদী প্রক্রিয়া যা শরীয়তের রুচি, 'উরফ' এবং মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের সমন্বয়ে নির্ধারিত হয়। তাই সমসাময়িক বিষয়ে যোগ্য মুফতি বা কাজীর সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

القاعدة الخامسة : الضرر يزال

প্রশ্ন-৩১: "আদ-দারারু ইউযাল" (ক্ষতি দূর করতে হবে) কায়দাটি ব্যাখ্যা কর এবং কোন হাদীসকে এই কায়দার মূলভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়?
(اكتب قاعدة "الضرر يزال" وما هو الحديث الذي يعتبر أصلا لهذه القاعدة؟)

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরীয়তের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং অকল্যাণ বা ক্ষতি দূর করে। ৯৯টি ফিকহী কায়দার মধ্যে "আদ-দারারু ইউযাল" (الضرر يزال) হলো পঞ্চম কুল্লী কায়দা। 2 মানুষের জান-মাল, ইজ্জত ও সম্মানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই কায়দাটি ফিকহ শাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কায়দাটির ব্যাখ্যা (شرح القاعدة):

- **আদ-দারারু (الضرر):** এর অর্থ হলো ক্ষতি, লোকসান বা এমন কিছু যা মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী।
- **ইউযালু (يزال):** এর অর্থ হলো দূর করা হবে, অপসারিত হবে বা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

তাৎপর্য: শরীয়তের দৃষ্টিতে যেকোনো ধরণের ক্ষতি—তা নিজের হোক বা অপরের, বর্তমানে বিদ্যমান হোক বা ভবিষ্যতে হওয়ার আশঙ্কা থাকুক—তা অবশ্যই দূর করতে হবে বা প্রতিরোধ করতে হবে। ইসলামি সমাজে কারো ক্ষতি জিইয়ে রাখা বৈধ নয়।

হাদীস ও মূলভিত্তি (الحديث والأصل):

এই কায়দাটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক (জাওয়ামিউল কালিম) হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হাদীসটি ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর 'মুয়াত্তায়' এবং ইমাম ইবনে মাজাহ ও দারা কুতনী (রহ.) তাদের সুনান গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

হাদীসটি হলো:

"لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ"

(লা দারারা ওয়া লা দিরা-রা)

অনুবাদঃ

"ইসলামে কারো ক্ষতি করাও নেই এবং ক্ষতির বিনিময়ে ক্ষতি করাও নেই।" (অর্থাৎ, নিজে আগে ক্ষতি করাও নিষেধ, আবার কেউ ক্ষতি করলে প্রতিশোধ হিসেবে তার ক্ষতি করাও নিষেধ)।

ব্যাখ্যাঃ

- **দারার (ضرر):** কারো কোনো উপকার পাওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যের ক্ষতি করা।
- **দিরার (ضرار):** কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রতিশোধ হিসেবে পাল্টা ক্ষতি করা। ইসলামে ক্ষতিপূরণ (Compensation) আছে, কিন্তু ক্ষতির বদলে পাল্টা ক্ষতি করা জায়েজ নেই।

উদাহরণ (أمثلة):

- কারো ঘরের জানালা দিয়ে যদি প্রতিবেশীর ঘরের ভেতরের দৃশ্য দেখা যায় এবং এতে পর্দার ব্যাঘাত ঘটে (যা এক ধরণের ক্ষতি), তবে বিচারক সেই জানালা বন্ধ করার নির্দেশ দেবেন। কারণ, **"ক্ষতি দূর করতে হবে"**।
- রাস্তায় চলাচলের পথে কেউ কাঁটা বা কষ্টদায়ক বস্তু রাখলে তা সরিয়ে ফেলা ওয়াজিব, কারণ এটি মানুষের জন্য 'দারার' বা ক্ষতি।

উপসংহার (خاتمة):

"আদ-দারারু ইউযাল" কায়দাটি প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইন কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং এটি একটি কল্যাণমুখী সমাজ গড়ার হাতিয়ার। যেখানেই ক্ষতি বা ফিতনা দেখা দেবে, সেখানেই ইসলাম তা নির্মূলের নির্দেশ দেয়।

প্রশ্ন-৩২: "আদ-দারারু ইউযাল" কায়দা থেকে উদ্ভূত চারটি শাখা কায়দা স্পষ্ট কর, যেমন: "আদ-দারারু লা ইউযালু বিদ-দারার" (ক্ষতি দ্বারা ক্ষতি দূর করা যায় না)। ("الضرر يزال" بين القواعد الفرعية الأربعة التي تتفرع عن هذه القاعدة :مثل "الضرر لا يزال بالضرر") [3]

ভূমিকা (مقدمة):

পঞ্চম কুল্লী কায়দা "আদ-দারারু ইউযাল" (ক্ষতি দূর করতে হবে) একটি ব্যাপক নীতি। বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ ঘটানোর জন্য ফকীহগণ এর অধীনে আরও অনেকগুলো শাখা কায়দা (কাওয়াইদ আল-ফারঈয়্যাহ) বের করেছেন। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাঁর কিতাবে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিচে প্রধান চারটি শাখা কায়দা আলোচনা করা হলো:

১. আদ-দারারু লা ইউযালু বিদ-দারার (الضرر لا يزال بالضرر):

- **অর্থ:** এক ক্ষতিকে অন্য ক্ষতি দ্বারা দূর করা যায় না। অর্থাৎ, নিজের ক্ষতি বাঁচাতে গিয়ে অন্যের ক্ষতি করা জায়েজ নেই।
- **উদাহরণ:** এক ব্যক্তি চরম ক্ষুধার্ত, কিন্তু তার কাছে খাবার নেই। এখন সে নিজের জান বাঁচানোর জন্য (ক্ষতি দূর করতে) অন্য আরেকজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাবার কেড়ে নিতে পারবে না। কারণ, এতে প্রথম ব্যক্তির ক্ষতি দূর হলেও দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর শরীয়তে সবার জানের মূল্য সমান।

২. আদ-দারারুল আশাদ্দু ইউযালু বিদ-দারারিল আখাফফ (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف):

- **অর্থ:** দুটি ক্ষতির মুখোমুখি হলে, বড় ক্ষতিটি দূর করার জন্য ছোট ক্ষতিটি মেনে নেওয়া যায়। একে 'আহওয়ানুস শাররাইন' (দুটি মন্দের মধ্যে সহজটি) বলা হয়।
- **উদাহরণ:** কোনো গর্ভবতী মহিলার সন্তান প্রসবের সময় যদি এমন জটিলতা দেখা দেয় যে, সন্তানকে বাঁচাতে গেলে মায়ের মৃত্যু নিশ্চিত, আর মাকে বাঁচাতে গেলে সন্তান মারা যাবে। এমতাবস্থায় **মাকে বাঁচানো হবে** (কারণ মা মূল, তার জীবন প্রতিষ্ঠিত)। এখানে মায়ের মৃত্যুর মতো 'বড় ক্ষতি'

এড়ানোর জন্য সন্তানের মৃত্যুর মতো 'ছোট ক্ষতি' (তুলনামূলকভাবে) মেনে নেওয়া হয়।

৩. ইউতাহাম্মালুদ দারারুল খাসসু লি-দাফয়ি দারারিন আম্ম (يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام):

- **অর্থ:** ব্যাপক বা সমষ্টিগত ক্ষতি (Public Harm) দূর করার জন্য ব্যক্তিগত ক্ষতি (Private Harm) মেনে নেওয়া হয়।
- **উদাহরণ:** যদি কোনো হাতুড়ে ডাক্তার মানুষের ভুল চিকিৎসা করে, তবে শাসক তাকে চিকিৎসা পেশা থেকে নিষিদ্ধ করতে পারেন। এতে ওই ডাক্তারের ব্যক্তিগত ক্ষতি (উপার্জন বন্ধ) হবে ঠিকই, কিন্তু সমাজের মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে (ব্যাপক ক্ষতি দূর হবে)।

৪. আদ-দারারু ইউদফাউ বি-কদরিল ইমকান (الضرر يدفع بقدر الإمكان):

- **অর্থ:** ক্ষতি পুরোপুরি দূর করা সম্ভব না হলে, যতটুকু সম্ভব তা প্রতিরোধ বা কমানোর চেষ্টা করতে হবে। এটি মূলত 'প্রতিকার' বা প্রতিরোধের নীতি।
- **উদাহরণ:** বন্যায় বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে, সম্পূর্ণ পানি আটকানো সম্ভব না হলেও বালুর বস্তা দিয়ে যতটুকু সম্ভব পানি কমানোর চেষ্টা করা। শরীয়তের দৃষ্টিতে জিহাদের সময় শত্রুর আক্রমণ পুরোপুরি রুখতে না পারলেও সাধ্যমতো প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

উপসংহার (خاتمة):

এই শাখা কায়দাগুলো বিচারক ও মুফতিদের জন্য দিকদর্শন। এগুলো শেখায় যে, ক্ষতি দূর করা আবশ্যক হলেও তা করতে গিয়ে নতুন কোনো বড় ক্ষতি সৃষ্টি করা যাবে না এবং সর্বদা জনস্বার্থ বা বৃহত্তর স্বার্থকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে।

প্রশ্ন-৩৩: হানাফী ফিকহে ক্ষতিপূরণ (জামানাত) এবং ত্রুটিপূর্ণ দায়িত্বের (মাসউলিয়াহ তাকসিরিয়াহ) ক্ষেত্রে এ কায়দাটি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়? একটি উদাহরণ দাও।

كيف تطبق هذه القاعدة "الضرر يزال" في باب الضمانات والمسؤولية (التقصيرية في الفقه الحنفي؟ اذكر مثالا.)

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি ফিকহে অন্যের সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য "জামান" বা ক্ষতিপূরণের আইন অত্যন্ত কঠোর। “আদ-দারারু ইউযাল” (ক্ষতি দূর করতে হবে) কায়দাটি এই জামান বা দায়ভার নির্ধারণের মূল ভিত্তি। হানাফী ফিকহ মতে, কেউ যদি কারো ক্ষতি করে, তবে সেই ক্ষতি ‘দূর’ করার উপায় হলো ক্ষতিগ্রস্ত বস্তুর অনুরূপ ফিরিয়ে দেওয়া বা তার মূল্য পরিশোধ করা।

জামানাত ও মাসউলিয়াহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ (التطبيق في باب الضمانات):

হানাফী ফিকহে এই কায়দার প্রয়োগ মূলত দুটি নীতির ওপর ভিত্তি করে হয়:

১. ইতলাফ বা সরাসরি ধ্বংসসাধন (الإتلاف):

যদি কোনো ব্যক্তি নিজের কাজের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ ধ্বংস করে বা ক্ষতি করে (চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশত), তবে তার ওপর ক্ষতিপূরণ (জামান) ওয়াজিব হবে।

- **যুক্তি:** কারণ ক্ষতি সৃষ্টি হয়েছে, আর কায়দা অনুযায়ী ক্ষতি দূর করা আবশ্যক। যেহেতু ধ্বংস হওয়া বস্তু হুবহু ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, তাই তার ‘মূল্য’ বা ‘বিকল্প’ দিয়ে সেই ক্ষতি পূরণ (Remove) করতে হবে।

২. তাসাববুব বা পরোক্ষ কারণ (التسبب):

যদি কেউ সরাসরি ক্ষতি না করে, কিন্তু এমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যার ফলে ক্ষতি হয় (Negligence), তবে তাকেও দায়ী করা হবে। একেই আধুনিক আইনে ‘Torts’ বা ‘মাসউলিয়াহ তাকসিরিয়াহ’ বলা হয়।

- **শর্ত:** তবে পরোক্ষ ক্ষতির ক্ষেত্রে শর্ত হলো, কাজটি সীমালঙ্ঘনমূলক (Taa'ddi) বা অনুমতিবিহীন হতে হবে।

উদাহরণ (أمثلة):

- সরাসরি ক্ষতির উদাহরণ (ইতলাফ):

কেউ রাগের মাথায় বা অসতর্কতাবশত অন্যের দোকানের কাঁচের গ্লাস ভেঙে ফেলল।

  - **হুকুম:** এখানে ভেঙে ফেলা গ্লাসটি আর জোড়া লাগানো সম্ভব নয়। তাই "ক্ষতি দূর করার" স্বার্থে সমপরিমাণ মূল্যের গ্লাস বা টাকা দেওয়া ভাঙনকারীর ওপর ওয়াজিব (জামান)।

- পরোক্ষ বা ত্রুটিপূর্ণ দায়িত্বের উদাহরণ (তাসাববুব):

একজন ব্যক্তি সর্বসাধারণের চলাচলের রাস্তায় গর্ত খুঁড়ল অথবা পিচ্ছিল তেল ফেলে রাখল, আর অন্ধকারে কেউ সেখানে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলল।

  - **হুকুম:** যদিও সে সরাসরি কাউকে ধাক্কা দেয়নি, কিন্তু তার অবহেলা বা ত্রুটির (Taqsir) কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই চিকিৎসার খরচ বা ক্ষতিপূরণ (দিয়াত/এরশ) তাকে বহন করতে হবে। এটি "আদ-দারারু ইউযাল" কায়দার পরোক্ষ প্রয়োগ।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, হানাফী ফিকহে ক্ষতিপূরণের বিধান মূলত এই কায়দারই বাস্তব রূপ। এর উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া এবং সমাজে দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা।

প্রশ্ন-৩৪: "আদ-দারারু ইউযাল" কায়দা এবং "আদ-দারুরাতু তুবিহুল মাহজুরাত" (অপরিহার্যতা নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ করে) কায়দার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
(وضح العلاقة بين قاعدة "الضرر يزال" وقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".)

ভূমিকা (مقدمة):

ফিকহী কায়দাগুলোর মধ্যে একটি গভীর আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। "আদ-দারারু ইউযাল" (ক্ষতি দূর করতে হবে) হলো একটি ব্যাপক বা মূল নীতি (Asl), আর

"আদ-দারুরাতু তুবিহুল মাহজুরাত" (প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে) হলো সেই মূল নীতির একটি প্রয়োগ বা শাখা। উভয়ের লক্ষ্য হলো মানুষের জীবন রক্ষা করা এবং সংকট দূর করা।

দুটি কায়দার সম্পর্ক বিশ্লেষণ (بيان العلاقة):

১. ব্যাপক ও বিশেষ সম্পর্ক (Umum wa Khusus):

- **আদ-দারারু ইউযাল:** এটি ব্যাপক। এটি নির্দেশ দেয় যে, যেকোনো ক্ষতি দূর করতে হবে।
- **আদ-দারুরাতু তুবিহুল মাহজুরাত:** এটি বলে দেয় *কীভাবে* ক্ষতি দূর করা হবে। অর্থাৎ, যখন ক্ষতি বা সংকট চরম পর্যায়ে পৌঁছায় (যাকে 'জরুরত' বলা হয়), তখন সেই ক্ষতি দূর করার জন্য প্রয়োজনে হারাম কাজ করাও বৈধ হয়ে যায়।
- **সারকথা:** দ্বিতীয় কায়দাটি প্রথম কায়দার একটি শক্তিশালী মাধ্যম বা উপায়।

২. সীমাবদ্ধতা বা কায়েদ (Taqyid):

সম্পর্কটি কেবল অনুমতির নয়, বরং নিয়ন্ত্রণেরও। "প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে"—এই কায়দাটি স্বাধীন নয়, বরং এটি "ক্ষতি দূর করার" অন্য একটি শাখা কায়দা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই শাখা কায়দাটি হলো— "আদ-দারারু লা ইউযালু বিদ-দারার" (ক্ষতি দ্বারা ক্ষতি দূর করা যায় না)।

- অর্থাৎ, আমার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমি অন্যের ক্ষতি করতে পারব না।

উদাহরণসহ সম্পর্ক ব্যাখ্যা (التوضيح بالمثال):

- ইতিবাচক সম্পর্ক (বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে):

একজন ব্যক্তি অনাহারে মারা যাচ্ছে (এটি একটি 'দারার' বা ক্ষতি)। এই ক্ষতি দূর করার জন্য তাকে শুকরের মাংস খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো।

  - এখানে **'ক্ষতি দূর করা'** হলো উদ্দেশ্য, আর **'নিষিদ্ধ বস্তু খাওয়া'** হলো উপায়।

- নেতিবাচক সম্পর্ক (সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে):

একই ব্যক্তি অনাহারে মারা যাচ্ছে, কিন্তু সে শুকর পেল না, বরং আরেকজন মানুষকে পেল। এখন সে কি ওই মানুষকে হত্যা করে খেয়ে নিজের জীবন বাঁচাতে পারবে?

- **উত্তর:** না। যদিও "প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে", কিন্তু এখানে "ক্ষতি দ্বারা ক্ষতি দূর করা যায় না" নীতিটি বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকজনকে হত্যা করা সমান বা তার চেয়ে বড় ক্ষতি।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, দুটি কায়দার সম্পর্ক হলো—দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিপূরক। "আদ-দারারু ইউযাল" হলো লক্ষ্য (Goal), আর "আদ-দারুরাতু তুবিহুল মাহজুরাত" হলো চরম সংকটের মুহূর্তে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি বিশেষ পথ (Special Provision), তবে তা অন্যের ক্ষতি না করার শর্তে।

القاعدة السادسة : العادة محكمة

প্রশ্ন-৩৫: "আল আদাতু মুহাক্কামাহ" (প্রথা ফয়সালাকারী) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং হানাফীদের মতে বিধান উদ্ভাবনে প্রথার (উরফ) ভূমিকা কী?
(اشرح مدلول قاعدة "العادة محكمة"، وما هو دور العرف في استنباط الأحكام عند الحنفية؟)

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরীয়তের ৯৯টি ফিকহী কায়দার মধ্যে "আল আদাতু মুহাক্কামাহ" (العادة محكمة) হলো ষষ্ঠ কুল্লী কায়দা। এটি ফিকহের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা প্রমাণ করে ইসলাম কোনো স্থবির জীবনব্যবস্থা নয়, বরং মানুষের সামাজিক বাস্তবতা ও প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি ইসলাম শ্রদ্ধাশীল। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই কায়দাটিকে বিচারকার্য পরিচালনার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

কায়দাটির তাৎপর্য (مدلول القاعدة):

- **আল-আদাত (العادة):** 'আদাত' শব্দটি 'আউদ' (عود) থেকে এসেছে, যার অর্থ বারবার ফিরে আসা। অর্থাৎ, যে কাজ বা আচরণ মানুষ বারবার করে এবং তা সমাজে স্থির হয়ে যায়। একে 'উরফ' (প্রথা)ও বলা হয়।
- **মুহাক্কামাহ (محكمة):** এর অর্থ হলো ফয়সালাকারী, বিচারক বা মীমাংসাকারী।

মূল কথা: যখন কোনো বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট কোনো নস (কুরআন বা হাদিসের নির্দেশ) পাওয়া যায় না, তখন সমাজের প্রচলিত প্রথা বা 'উরফ'কে বিচারক বা ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং তার ওপর ভিত্তি করেই বিধান দেওয়া হয়।

হানাফীদের মতে বিধান উদ্ভাবনে উরফের ভূমিকা (دور العرف عند الحنفية):

হানাফী মাযহাবে বিধান উদ্ভাবন বা 'ইস্তিম্বাত'-এর ক্ষেত্রে উরফের ভূমিকা অপরিসীম। হানাফী ফকিহগণ উরফকে 'দলিল' হিসেবে গণ্য করেন, যদি তা শরীয়তের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এর ভূমিকাগুলো নিম্নরূপ:

১. নস বা দলিলের ব্যাখ্যায় (في تفسير النصوص):

যদি কোনো হাদিস বা আয়াতে ব্যবহৃত কোনো শব্দের অর্থ অস্পষ্ট থাকে, তবে সমসাময়িক প্রথার আলোকে তার অর্থ নির্ধারণ করা হয়।

- *উদাহরণ:* হাদিসে বলা হয়েছে, ওজনে 'রিবাল ফজল' (সুদ) হয়। এখন কোন বস্তুটি মাপা হয় আর কোনটি ওজন করা হয়—তা নির্ধারণে সমাজের প্রথাই চূড়ান্ত।

২. চুক্তির শর্ত নির্ধারণে (في تحديد شروط العقد):

লেনদেন বা ব্যবসায়িক চুক্তিতে কিছু বিষয় মুখে বলা না হলেও প্রথা অনুযায়ী তা শর্ত হিসেবে গণ্য হয়।

- **মূলনীতি: "আল-মারুফ উরফান কাল-মাশরুত শারতান"** (প্রথাগতভাবে যা স্বীকৃত, তা শর্ত হিসেবেই গণ্য)।
- *উদাহরণ:* কেউ দোকান থেকে একটি ফ্রিজ কিনল। এখন এটি ক্রেতার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার খরচ কে বহন করবে? যদি ওই এলাকায় প্রথা থাকে যে বিক্রেতাই পৌঁছে দেয়, তবে মুখে না বললেও এটি বিক্রেতার দায়িত্ব হবে।

৩. দ্ব্যর্থবোধক শব্দের অর্থ নির্ণয়ে (في تعيين المراد):

মানুষের মুখের কথার একাধিক অর্থ হতে পারে। প্রথাই বলে দেয় আসলে সে কী বুঝাতে চেয়েছে।

- *উদাহরণ:* কেউ কসম করল, "আমি 'ডিম' খাব না"। এখন সে যদি মাছের ডিম খায়, তবে কসম ভাঙবে না। কারণ প্রথাগতভাবে 'ডিম' বলতে মুরগি বা হাসের ডিমই বোঝায়, মাছের ডিমকে মানুষ সাধারণ কথায় শুধু 'ডিম' বলে না।

উদাহরণ (أمثلة):

- **মোহরানা:** বিয়ের সময় মোহরানা নির্ধারণ করা না হলে, মেয়েদের পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী 'মোহরে মেছাল' সাব্যস্ত হয়।

- **মুদ্রা:** যদি কেউ বলে "আমি ১০০ টাকায় এটি বিক্রি করলাম", কিন্তু দেশে একাধিক মুদ্রা চলে। এমতাবস্থায় প্রথা অনুযায়ী যে মুদ্রা ওই এলাকায় বেশি প্রচলিত, সেই মুদ্রাই উদ্দেশ্য নেওয়া হবে।

উপসংহার (خاتمة):

সারকথা হলো, হানাফী ফিকহে 'উরফ' বা প্রথা হলো শরীয়তের একটি নীরব উৎস। যেখানে নস নীরব, সেখানে উরফ সরব ভূমিকা পালন করে। এটি ইসলামি আইনকে মানুষের জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গতিশীল রাখে।

প্রশ্ন-৩৬: ফিকহে ফয়সালাকারী হওয়ার জন্য প্রথার মধ্যে যে সকল শর্ত থাকা আবশ্যক, তা কী কী? তিনটি শর্ত উল্লেখ কর।
(ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العادة لكي تكون محكمة في الفقه؟ اذكر ثلاثة شروط.)

ভূমিকা (مقدمة):

যদিও "আল আদাতু মুহাক্কামাহ" একটি শক্তিশালী ফিকহী কায়দা, কিন্তু সমাজের সব প্রথাই শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এবং অন্যান্য ফকিহগণ কোনো প্রথাকে 'মুহাক্কামাহ' বা ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। এই শর্তগুলো পূরণ না হলে সেই প্রথা বাতিল (ফাসিদ) বলে গণ্য হবে।

প্রথা ফয়সালাকারী হওয়ার শর্তসমূহ (شروط العادة المحكمة):

যেকোনো সামাজিক প্রথা বা উরফকে শরয়ী দলিল হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রধান তিনটি শর্ত নিচে আলোচনা করা হলো:

১. প্রথাটি ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন হতে হবে (أن تكون العادة مطردة أو غالبة):

- **ব্যাখ্যা:** প্রথাটি এমন হতে হবে যা সমাজের সকল মানুষ বা অধিকাংশ মানুষ পালন করে। কদাচিৎ বা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা প্রথা হতে পারে না।
- **উদাহরণ:** যদি কোনো বাজারে অধিকাংশ মানুষ বাকিতে কেনাকাটা করে মাসের শেষে টাকা দেয়, তবে এটি প্রথা হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি মাত্র

দু-একজন এমন করে, তবে এটি প্রথা বা নিয়ম হিসেবে দাবি করা যাবে না।

২. প্রথাটি শরীয়তের নসের বিরোধী না হওয়া (ألا تخالف العادة نصاً شرعياً):

- **ব্যাখ্যা:** এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। প্রথাটি কুরআন বা হাদিসের কোনো অকাট্য বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। যদি কোনো প্রথা শরীয়তের হারামের সাথে মিলে যায়, তবে তা **'উরফে ফাসিদ'** বা বাতিল প্রথা।

- **উদাহরণ:** সমাজে সুদি লেনদেন বা যৌতুক প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের বিরোধী। এক্ষেত্রে **"আল আদাতু মুহাক্কামাহ"** কায়দাটি প্রযোজ্য হবে না।

৩. প্রথাটি লেনদেন বা ঘটনার সময় বিদ্যমান থাকা (أن تكون العادة موجودة عند التصرف إنشاء):

- **ব্যাখ্যা:** দুটি পক্ষের মধ্যে যখন কোনো চুক্তি বা ঘটনা ঘটে, ঠিক সেই সময়ে ওই প্রথাটি সমাজে চালু থাকতে হবে। পরে চালু হওয়া কোনো নতুন প্রথা দিয়ে আগের ঘটনার বিচার করা যাবে না।

- **উদাহরণ:** একজন লোক ১০ বছর আগে জমি বর্গা দিয়েছিল। তখনকার প্রথা অনুযায়ী ফসলের ভাগ যা ছিল, সেটাই কার্যকর হবে। বর্তমানে প্রথা পরিবর্তন হয়ে যদি ভাগের পরিমাণ বেড়ে যায়, তবে তা ১০ বছর আগের চুক্তিতে কার্যকর হবে না।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, ইসলামি ফিকহে প্রথা বা উরফকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা হয় না। বরং এই শর্তগুলোর ছাঁকনিতে যাচাই-বাছাই করার পরই কেবল একটি সৎ ও কল্যাণকর প্রথাকে 'মুহাক্কামাহ' বা ফয়সালাকারী হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে শরীয়তের পবিত্রতা রক্ষা পায় এবং সমাজের কল্যাণও নিশ্চিত হয়।

প্রশ্ন-৩৭: লেনদেন (মুয়ামালাত) এবং আর্থিক চুক্তির ক্ষেত্রে এ কায়দাটি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়? ভাড়া নির্ধারণে প্রথার প্রভাবের একটি উদাহরণ দাও।
كيف تطبق هذه القاعدة في باب المعاملات والعقود المالية؟ اذكر مثالا على تأثير العرف في تحديد الأجرة.)

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি ফিকহশাস্ত্রে 'আল আদাতু মুহাক্কামাহ' (প্রথা ফয়সালাকারী) কায়দাটির সবচেয়ে ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায় মুয়ামালাত বা লেনদেন ও আর্থিক চুক্তির ক্ষেত্রে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের হাজারো চুক্তির প্রতিটি খুটিনাটি বিষয় মুখে বলা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে 'উরফ' বা সামাজিক প্রথা সেই শূন্যস্থান পূরণ করে এবং বিচারক বা মুফতির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ করে দেয়।

লেনদেন ও চুক্তিতে কায়দাটির প্রয়োগ (التطبيق في المعاملات والعقود):

হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, লেনদেন বা আকদ (চুক্তি) সম্পন্ন হওয়ার সময় যেসব শর্ত বা বিষয় উল্লেখ করা হয় না, কিন্তু সমাজে সেগুলো প্রথা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, শরীয়ত সেগুলোকে 'লিখিত শর্ত' বা মৌখিক শর্তের মতোই মর্যাদা দেয়।

এক্ষেত্রে মূলনীতি বা 'কায়েদা' হলো:

"الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا"

(আল-মারুফ উরফান কাল-মাশরুত শারতান)

অর্থ: "প্রথাগতভাবে যা স্বীকৃত, তা (চুক্তিতে) শর্ত হিসেবেই গণ্য।"

লেনদেনে এর প্রয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে বেশি দেখা যায়:

১. পণ্যের দোষ-ত্রুটি (আইব): বিক্রিত পণ্যে কোনটিকে 'ত্রুটি' বলা হবে, তা প্রথা ঠিক করে দেয়।

২. খরচ বহন: পণ্য পরিবহনের খরচ ক্রেতা দেবে না বিক্রেতা, তা স্থানীয় বাজারের প্রথার ওপর নির্ভর করে।

৩. মুদ্রার মান: লেনদেনে কোন মুদ্রা ব্যবহার হবে, তা প্রথা নির্ধারণ করে।

ভাড়া বা পারিশ্রমিক নির্ধারণে প্রথার প্রভাব (تأثير العرف في تحديد الأجرة):

শ্রমিক নিয়োগ বা ঘর ভাড়ার চুক্তিতে যদি পারিশ্রমিক (উজরত) নির্দিষ্ট করা না হয়, তবে চুক্তিটি 'ফাসিদ' বা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু হানাফী ফকিহগণ বলেন, এক্ষেত্রে 'উরফ' ফয়সালাকারী হবে এবং শ্রমিককে 'উজরাতে মিসাল' (প্রচলিত পারিশ্রমিক) দিতে হবে।

উদাহরণ (أمثلة):

- শ্রমিকের মজুরি:

কেউ একজন কুলিকে বলল, "আমার এই বস্তাটি স্টেশনে পৌঁছে দাও।" কিন্তু কত টাকা দেবে তা বলল না। কুলি কাজটি করে দিল।

  - **সমস্যা:** মজুরি ঠিক না করায় চুক্তি অস্পষ্ট।
  - **সমাধান:** এখানে **'আল আদাতু মুহাক্কামাহ'** কায়দা প্রয়োগ হবে। ওই স্টেশনে কুলিরা সাধারণত বস্তাপ্রতি যে টাকা নেয় (বাজার দর), মালিককে সেই টাকাই দিতে হবে। মালিক এর চেয়ে কম দিতে পারবে না, কুলিও বেশি চাইতে পারবে না।

- ঘর ভাড়া:

কেউ কারো বাড়িতে উঠল ভাড়ার কথা না বলেই। বাড়ির মালিকও বাধা দিল না। পরে মালিক ভাড়া দাবি করল।

  - **সমাধান:** ওই এলাকায় অনুরূপ মানের ঘরের ভাড়া (উজরাতে মিসাল) যা প্রচলিত আছে, ভাড়াটিয়াকে সেটাই পরিশোধ করতে হবে। এখানে প্রথাই ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিল।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, আর্থিক চুক্তির অস্পষ্টতা দূর করতে 'উরফ' বা প্রথা একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। এটি লেনদেনকে সহজ করে এবং বিবাদ (ঝগড়া) মিটিয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-৩৮: প্রথা এবং শরীয়তের নসের মধ্যে সংঘাতের বিষয়টি আলোচনা কর এবং কখন প্রথা বর্জন করা হয় এবং তা অনুযায়ী কাজ করা হয় না?
(ناقش مسألة التعارض بين العرف والنص الشرعي، ومتى يترك العرف ولا يعمل به؟)

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরীয়তে বিধানের মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহর 'নস' (সুস্পষ্ট টেক্সট বা দলিল)। আর 'উরফ' (প্রথা) হলো একটি সহায়ক উৎস। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, যদি মানুষের তৈরি প্রথা এবং আল্লাহর দেওয়া নসের মধ্যে সংঘর্ষ বা 'তাআরুজ' (تعارض) হয়, তখন সমাধান কী হবে? আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের সূক্ষ্ম নীতি আলোচনা করেছেন।

প্রথা ও নসের সংঘাত এবং সমাধান (التعارض بين العرف والنص):

প্রথা ও নসের সংঘাতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

১. নস ও প্রথার সরাসরি সংঘর্ষ:

যদি কোনো প্রথা শরীয়তের সুস্পষ্ট হারাম বা হালাল বিধানের সরাসরি বিরোধী হয়।

- **হুকুম:** এক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে **প্রথা বাতিল** (মরদুদ) হবে এবং নস বা শরীয়তের বিধান কার্যকর হবে। মানুষের প্রথা দিয়ে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করা যায় না।

২. নস ও প্রথার আংশিক বা প্রায়োগিক ভিন্নতা:

যদি নসটি 'আম' (ব্যাপক) হয়, আর প্রথাটি 'খাস' (নির্দিষ্ট) হয়। অর্থাৎ, প্রথাটি নসের মূল বিধানকে অস্বীকার করে না, কিন্তু একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আমল করে।

- **হুকুম:** হানাফী আলেমদের মতে, যদি প্রথাটি **'উরফে আম'** (ব্যাপক প্রথা) হয়, তবে তা নসের ব্যাপকতাকে বিশেষায়িত (Takhsis) করতে পারে। আর যদি **'উরফে খাস'** (এলাকাভিত্তিক প্রথা) হয়, তবে তা নসের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়।

কখন প্রথা বর্জন করা হয় বা কাজ করা হয় না? (متى يترك العرف؟):

প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে প্রথা বা উরফকে বর্জন করা ওয়াজিব:

১. সুস্পষ্ট নসের বিরোধী হলে (مخالفة النص الصريح):

যে প্রথা কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিলের বিপরীত, তা অবশ্যই বর্জনীয়। একে 'উরফে ফাসিদ' (মন্দ প্রথা) বলা হয়।

- **উদাহরণ:** কোনো সমাজে সুদের প্রচলন বা মদ্যপানের প্রথা থাকতে পারে। কিন্তু শরীয়তে সুদ ও মদ সুস্পষ্টভাবে হারাম। তাই এখানে **"আল আদাতু মুহাক্কামাহ"** কায়দা চলবে না, বরং এই প্রথা পরিত্যাগ করতে হবে।

২. শরীয়তের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হলে:

এমন কোনো প্রথা যা পালন করলে শরীয়তের অন্য কোনো ফরজ ছুটে যায় বা হারাম কাজে লিপ্ত হতে হয়।

- **উদাহরণ:** অনেক সমাজে বিয়েতে যৌতুক নেওয়া একটি প্রথা। কিন্তু এটি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার নামান্তর, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। তাই এই প্রথা বাতিল।

৩. চুক্তির সুস্পষ্ট শর্তের বিরোধী হলে:

যদি কেউ চুক্তির সময় মুখে এমন শর্ত করে যা প্রচলিত প্রথার বিপরীত, তখন মুখের কথা বা শর্তই প্রাধান্য পাবে, প্রথা বর্জন করা হবে।

- **উদাহরণ:** প্রথা হলো বিক্রেতা পণ্য পৌঁছে দেবে। কিন্তু বিক্রেতা চুক্তির সময় বলল, "আমি পৌঁছে দেব না, আপনাকে নিতে হবে"। ক্রেতা রাজি হলো। এখানে মুখের শর্তের কারণে প্রথা বাতিল হয়ে যাবে।

উপসংহার (خاتمة):

সারকথা হলো, 'উরফ' বা প্রথা ততক্ষণই ফয়সালাকারী, যতক্ষণ তা শরীয়তের অনুগত থাকে। প্রথা কখনোই শরীয়তের বিচারক (Judge) নয়, বরং সেবক। যখনই প্রথা আল্লাহর বিধানের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখনই তা আবর্জনা হিসেবে নিক্ষিপ্ত হয়। হানাফী মাযহাবের সৌন্দর্য হলো, এটি প্রথাকে সম্মান করে, কিন্তু নসের মর্যাদাকে সবার ওপরে রাখে।